ভারতের সর্বাধিক প্রচারিত বাংলা দৈনিক ই পেপার

নিউজ

সারাদিন

বাংলার মানুষের সাথে, মানুষের পাশে

বিরল অসুখে ভুগছেন আলিয়া ভাট!

পৃঃ ৫

ভারতের পিচে স্পিন সামলানোর কৌশল জানালেন গিল

পৃঃ ৬

Digital Media Act No. : DM /34/2021 ● Govt. of India Reg No. : WB18D0018520 (UAN) ● ISBN No. : 978-93-5918-830-0 ● Website : https://epaper.newssaradin.live/ ● বর্ষ ঃ ৪ সংখ্যা ঃ ২৬৫ ● কলকাতা ● ১১ আশ্বিন, ১৪৩১ ● শনিবার ● ২৮ সেপ্টেম্বর, ২০২৪ পৃষ্ঠা - ৬ ৫ টাকা

রাত্তিরের সাথী- হেল্পার অ্যাট নাইট'

চালুর বিষয়ে আনুষ্ঠানিক ভাবে সরকারি বিজ্ঞপ্তি প্রকাশিত হল

বেবি চক্রবর্ত্তী: কলকাতা: নিউজ সারাদিন : রাত্তিরের সাথী- হেল্পার অ্যাট নাইট' চালুর বিষয়ে আনুষ্ঠানিক ভাবে সরকারি বিজ্ঞপ্তি প্রকাশিত হল। প্রাথমিক ভাবে কলকাতা পুলিশের এলাকার ছ'টি সরকারি হাসপাতালকে এর আওতায় আনা হয়েছে।রাজ্য স্বাস্থ্য ও পরিবার কল্যাণ দফতরের তরফে প্রকাশিত ওই বিজ্ঞপ্তি জানাচ্ছে, রাজ্যপালের অনুমতিক্রমে কলকাতা পুলিশের এলাকার চারটি সরকারি হাসপাতাল একটি সুপার স্পেশ্যালিটি হাসপাতাল এবং একটি জেলা হাসপাতালে কর্তব্যরত নিরাপত্তাকর্মীদের মধ্যে পর্যবেক্ষণ, নজরদারি ও সমন্বয় গড়ে তুলতে এই কর্মসূচি চালু করা হয়েছে। প্রতিটি হাসপাতালের দায়িত্বে থাকবেন এক জন অবসরপ্রাপ্ত পুলিশ অফিসার।কলকাতার পুলিশ কমিশনারের সুপারিশের ভিত্তিতেই ওই ছ'জন অবসরপ্রাপ্ত পুলিশ অফিসারকে 'রাত্তিরের সাথী' প্রকল্পে নিয়োগ করা হবে বলেও জানিয়ে দিয়েছে স্বাস্থ্য ভবন।

'রক্তের সম্পর্ক আছে

এমন কারও সঙ্গে সম্পর্ক রাখতে চাইছি না', বড় সিদ্ধান্ত কেষ্ট'র

স্টাফ রির্পোটার, নিউজ সারাদিন : সদ্য সদ্য ১০ লক্ষ টাকার বন্ডে জামিনে ছাড়া পেয়ে দিল্লির তিহার জেল থেকে বোলপুরের নীচুপট্টিতে নিজের বাড়িতে ফিরেছেন বীরভূম জেলা তৃণমূলের সভাপতি অনুব্রত মণ্ডল থুড়ি কেষ্ট। গতবছর তাঁর পুজো কেটেছিল তিহার জেলের মধ্যেই। তবে এই বছর খোলা আকাশের নীচেই পুজো কাটাবেন তিনি।অনুব্রতবাবুর পাশাপাশি তাঁর মেয়ে সুকন্যাকেও গ্রেফতার করেছিল কেন্দ্রীয় তদন্তকারী সংস্থা। তবে সিবিআই নয়, সুকন্যাকে গ্রেফতার করেছিল ইডি। সেই সূত্রে তিহার জেলে থাকতে হয়েছে তাঁর মেয়েকেও, যা বাবা হিসাবে মোটেও মেনে নিতে পারেননি অনুব্রতবাবু। তাঁর দাবি, সাধারণ বাড়ির মেয়ে হয়েও জেল খাটতে হয়েছে তাঁর মেয়েকে। তাই গতকালই

এরপর ৩ পাতায়

ভূস্বর্গে দাঁড়িয়ে যোগী আদিত্যনাথ এর দাবি ক্ষমতায় ফিরলে

পাক অধিকৃত কাশ্মীর দখল করবে ভারত

স্টাফ রির্পোটার, নিউজ সারাদিন : জম্মুর আরএস পুরা এলাকায় বিজেপি নির্বাচনী সভায় উত্তরপ্রদেশের মুখ্যমন্ত্রী যোগী আদিত্যনাথ এক বিস্ফোরক দাবি করে বলেন "জম্মু-কাশ্মীরের ক্ষমতায় ফিরলেই পাক অধিকৃত কাশ্মীর ভারতের দখলে আসবে"। ভূস্বর্গে তৃতীয় তথা শেষ দফার নির্বাচনকে ঘিরে উত্তেজনার পারদ চরমে। আর এর মধ্যেই যোগী আদিত্যনাথ এর এই বক্তব্য রাজনৈতিক মহলে আলোচনার বিষয় হয়ে উঠেছে। জম্মুতে এই নির্বাচনী জনসভায় ভাষণ দেবার সময় তিনি পাকিস্তানকে হুমকি দিয়ে বলেছেন "পাক অধিকৃত কাশ্মীর জম্মু-কাশ্মীরের অংশ। জম্মু-কাশ্মীরের ক্ষমতায় বিজেপি আসবার পরেই পাক অধিকৃত কাশ্মীর ভারতের দখলে নিয়ে আসার কাজ শুরু হবে"। তিনি আরো বলেন " একদিকে ভারত অন্যদিকে পাকিস্তান। সেখানকার অবস্থা আজ সবাই দেখতে পাচ্ছে। দেউলিয়া হয়ে গেছে। মানুষ বিক্ষোভ দেখাচ্ছে। নিজেদের সামাল দিতে হিমশিম অবস্থা"।

পাকিস্তান মানবতার শত্রু, মানবতার ক্যান্সার। এই ক্যান্সার থেকে পৃথিবীকে মুক্ত করার ডাক সেখানকার মানুষ দিচ্ছে বলেও ভূস্বর্গে দাঁড়িয়ে মন্তব্য করেছেন উত্তরপ্রদেশের মুখ্যমন্ত্রী যোগী আদিত্যনাথ।

হাইকোর্টের নির্দেশে বন্ধ হতে চলেছে

রানাঘাটের ১১২ ফুটের দুর্গা পূজো

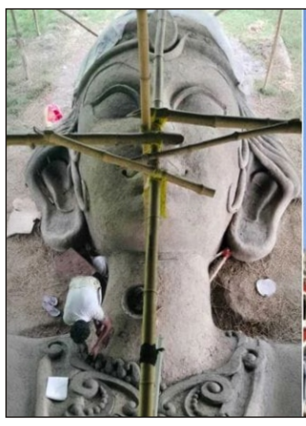

বেবি চক্রবর্ত্তী: রানাঘাট: নিউজ সারাদিন : পুজো হবে কি না তা সেই সিদ্ধান্ত সোমবার আদালতে শুনানির পর বোঝা যাবে। প্রশাসনের থেকে এই পুজোর অনুমতি না মেলায় হাই কোর্টের দ্বারস্থ হয়েছিল কমিটি ।গোবিন্দ রায়: রানাঘাটের ১১২ ফুটের দুর্গা প্রতিমার পুজো অনুমোদন দিলেন না জেলাশাসক। পুজোর ভবিষ্যত ঝুলে রইল কলকাতা হাই কোর্টে। সোমবার অনুমতি নিয়ে শুনানি হবে বলে আদালত সূত্রের খবর ।মঙ্গলবার বিচারপতি হিরণ্ময় ভট্টাচার্যের এজলাসে সেই মামলা ওঠে। সেই দিন বিচারপতি জেলাশাসককে সিদ্ধান্ত নেওয়ার নির্দেশ দেন। শুক্রবার নদিয়া জেলাশাসককের পক্ষ থেকে জানানো হয়েছে নিরাপত্তার কারণে এই বিশাল মূর্তির পুজোর অনুমতি দেওয়া হল না ।মঙ্গলবার আদালতে পুজো কমিটি জানায়, 'প্রতিবছর তারা পুজো করেন। সেই ক্ষেত্রে বাধা দেওয়া হয় না। এবার দমকল ও বিদ্যুৎ দপ্তর অনুমতি দিলেও স্থানীয় প্রশাসন অনুমতি দেয় নি। তাঁরা জেলাশাসকের কাছে অনুমোদন চায়। তাতেও অনুমতি মেলেনি। তারা আরও জানান, ইউনেস্কো ও গিনেস বুক অফ ওয়ার্ল্ডকে এই বিষয়টি জানানো হয়ে গিয়েছে। তাঁদের প্রতিনিধি আসবেন পুজোয়। সরকার তরফ থেকে বলা হয়, '২০১৫ সালে দেশপ্রিয় পার্কের পুজোয় একইরকম ভাবে ১০০ ফুটের বড় দুর্গা করা হয়েছিল। কিন্তু সেখানে পদপিষ্টের ঘটনায় সেই পুজো বন্ধ করতে বাধ্য হতে হয়। এখানেও যে জায়গায় পুজোর অনুমতি চাওয়া হয়েছে তার প্রবেশ পথ অত্যন্ত সংকীর্ণ। মাত্র ১৪ ফুটের রাস্তা রয়েছে। ফলে প্রশাসন দেশপ্রিয় পার্কের মত ঘটনার আশঙ্কা করছে।' তার পরই আদালতে লিখিতভাবে নিরাপত্তার কথা জানিয়েই অনুমতি দেওয়া যাচ্ছে না বলে জানিয়েছেন জেলাশাসক। তবে পুজো হবে কি না তা সেই সিদ্ধান্ত সোমবার আদালতে শুনানির পরই বোঝা যাবে।

প্রধানমন্ত্রী হবার প্রস্তাব খারিজ করেছিলেন নীতিন গড়করি

স্টাফ রির্পোটার, নিউজ সারাদিন : গুরুত্বের নিরিখে প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদীর থেকে অনেক এগিয়েছিলেন বর্ষিয়ান বিজেপি নেতা নীতিন গড়করি।, অনেকেই গড়করিকে মোদির প্রতিদ্বন্দ্বী হিসাবে দেখেন। সম্প্রতি কেন্দ্রীয় সড়ক ও পরিবহন জামা পরবে এমনি ভালো নেই মন্ত্রী নীতিন গড়করি এক সাক্ষাৎকারে গোপন তথ্য ফাঁস করেছিলেন। সেই স্বীকারোক্তিতে জাতীয় রাজনীতিতে ঝড় উঠে গিয়েছিল। প্রশ্ন ওঠা শুরু হয়েছিল তাহলে কি লোকসভা ভোটের পরে বিজেপি নেতাকে প্রধানমন্ত্রী করে সরকার গড়ার চেষ্টা করেছিল বিরোধী শিবির।

গড়করি নিজেই এবার সেই জল্পনা উসকে দিলেন। গড়করি বলেছেন, " আমি একাধিকবার প্রধানমন্ত্রী হবার প্রস্তাব পেয়েছি। লোকসভা ভোটের আগে, এমনকি পরেও"। আর এই প্রস্তাব যে বিজেপির তরফ থেকে আসেনি সে কথাও তিনি বুঝিয়ে দিয়েছিলেন। বর্ষিয়ান এই বিজেপি নেতা প্রধানমন্ত্রী হওয়ার প্রস্তাব পাওয়ার পর জানিয়ে দিয়েছিলেন "ওই প্রস্তাব গ্রহণ করার কোন প্রশ্নই ওঠে না। আমি আমার আদর্শ থেকে সরে যেতে পারি না। প্রধানমন্ত্রী হওয়াটা আমার উদ্দেশ্য নয়। আমি মতাদর্শ নিয়ে বাঁচি "। তবে একথা স্পষ্ট বিজেপিতে অনেকেই নীতিন গড়করিকে মোদির প্রতিদ্বন্দ্বী হিসাবে দেখেন। চলতি বছরে লোকসভা নির্বাচনে তুলনামূলকভাবে খারাপ ফল করেছিল বিজেপি। তখনই গড়করির নামটা ভাসিয়ে দেওয়া হচ্ছিল। অনেক বিরোধী নেতাও গড়করিকে সমর্থনের কথা বলেছিলেন। ২০১২-১৩ সালের পর মোদির উত্থান দেখা দিয়েছিল। তখনই মোদির হাত ধরেই উঠে এসেছিলেন অমিত শাহ এবং নাড্ডারা। এই সময় কেন্দ্রীয় সড়ক ও পরিবহন মন্ত্রী নীতিন গড়করি খানিকটা ব্যাগ ফুটে চলে গেছিলেন।

নিরাপত্তা পরিষদের স্থায়ী সদস্য পদে

ভারতকে যুক্তরাজ্য, ফ্রান্স ও যুক্তরাষ্ট্রের সমর্থন

স্টাফ রির্পোটার, নিউজ সারাদিন : বর্তমানে নিরাপত্তা পরিষদে পাঁচ স্থায়ী সদস্য ও ১০ অস্থায়ী সদস্য রাষ্ট্র রয়েছে। অস্থায়ী সদস্যরা নিজ নিজ অঞ্চল থেকে দুই বছরের মেয়াদে নির্বাচিত হয়।

দীর্ঘদিন ধরেই জাতিসংঘের নিরাপত্তা পরিষদে স্থায়ী সদস্য পদ চেয়ে এসেছে ভারত। সম্প্রতি, এই দাবি আরও জোরালো হয়েছে।

ভারতকে পূর্ণ সদস্য পদ দেওয়ার পক্ষে বক্তব্য রেখেছেন যুক্তরাজ্যের প্রধানমন্ত্রী কিয়ার স্টারমার। এর আগে মার্কিন প্রেসিডেন্ট জো বাইডেন ও ফ্রান্সের ইমানুয়েল মাখোঁ একই ধরনের যুক্তি দেন।

গতকাল বৃহস্পতিবার নিউইয়র্কে জাতিসংঘের সাধারণ পরিষদের ৭৯তম অধিবেশনে দেওয়া বক্তব্যে ভারতের দাবির পক্ষে সমর্থন জানান যুক্তরাজ্যের প্রধানমন্ত্রী। কয়েকদিন আগেই ভারতের দাবির পক্ষে যুক্তি দিয়েছেন বাইডেন ও মাখোঁ।

স্টারমার বলেন, নিরাপত্তা পরিষদে 'আরও বেশি দেশের প্রতিনিধিত্ব বাড়াতে হবে'।

বর্তমানে নিরাপত্তা পরিষদে পাঁচ স্থায়ী সদস্য ও ১০ অস্থায়ী সদস্য রাষ্ট্র রয়েছে। অস্থায়ী সদস্যরা নিজ নিজ অঞ্চল থেকে দুই বছরের মেয়াদে নির্বাচিত হয়।

স্থায়ী সদস্যরা হলো রাশিয়া, যুক্তরাজ্য, চীন, ফ্রান্স ও যুক্তরাষ্ট্র। স্থায়ী সদস্যরা নিরাপত্তা পরিষদের যেকোনো সিদ্ধান্তে ভেটো দিতে পারে।

স্টারমার বলেন, 'আমরা চাই কাউন্সিলে আফ্রিকা থেকে স্থায়ী সদস্য অন্তর্ভুক্ত হোক। পাশাপাশি ব্রাজিল, ভারত, জাপান ও জার্মানিকেও স্থায়ী সদস্য করা উচিত। সঙ্গে নির্বাচিত সদস্যদের জন্য আসনও বাড়ানো প্রয়োজন।'

বুধবার নিরাপত্তা পরিষদে ভারতকে স্থায়ী সদস্য করার পক্ষে জোরালো যুক্তি দেন মাখোঁ।

'যতদিন পর্যন্ত নিরাপত্তা পরিষদের দরজা বন্ধ থাকবে এবং প্রতিটি পক্ষ শুধু তাদের নিজ নিজ স্বার্থ রক্ষা করবে, ততদিন আমরা সামনে এগিয়ে যেতে বাধার মুখে পড়ব। আসুন জাতিসংঘকে আরও কার্যকর করে তুলি। এ বিষয়ে প্রাথমিক উদ্যোগ হওয়া উচিত একে আরও অন্তর্ভুক্তিমূলক করে তোলা। এ কারণে, নিরাপত্তা পরিষদের পরিসর বাড়ানোর পক্ষে মত দিচ্ছে ফ্রান্স', বলেন তিনি।

তিনি বলেন, 'জার্মানি, জাপান, ভারত ও ব্রাজিলের স্থায়ী সদস্য হওয়া উচিত। সঙ্গে আফ্রিকার দুইটি দেশ, যা তারা নিজেরাই নির্ধারণ করবে।'

গত সপ্তাহে জো বাইডেনও ভারতের পক্ষে বক্তব্য দেন।

ওয়াশিংটনে নরেন্দ্র মোদির সঙ্গে আলোচনায় বাইডেন উল্লেখ করেন, তিনি জাতিসংঘের নিরাপত্তা কাউন্সিলের সংস্কার চান। তিনি দেখতে চান, নিরাপত্তা পরিষদসহ বিভিন্ন গুরুত্বপূর্ণ বৈশ্বিক সংগঠনে ভারতের অংশগ্রহণ বাড়ুক।

নিরাপত্তা পরিষদে ভারতের স্থায়ী সদস্য পদের দাবি পূরণে সহায়তা করার আশ্বাস দেন বাইডেন। বেশ কয়েক দশক ধরে নিরাপত্তা পরিষদের স্থায়ী সদস্য পদের দাবি জানিয়ে এসেছে ভারত। নয়াদিল্লির দাবি, ১৯৪৫ সালে গঠিত ১৫ জাতির কাউন্সিল যুগের চাহিদা মেটাতে যথেষ্ঠ নয়। ২১ শতকের ভূরাজনৈতিক বাস্তবতার প্রতিফলন নেই এই সংগঠনে।

অপরদিকে গত রোববার জাতিসংঘের মহাসচিব ১৫ সদস্যের নিরাপত্তা পরিষদকে 'সেকেলে' বলে অভিহিত করেন এবং জানান, এই সংস্থার কর্তৃত্ব কমছে।

অ্যান্তোনিও গুতেরেস মন্তব্য করেন, এই সংগঠনের সদস্য পদ ও কার্যধারায় সংস্কার না আনলে এটি অদূর ভবিষ্যতে সব ধরনের বিশ্বাসযোগ্যতা হারাবে।

ট্রাম্পের সঙ্গে সাক্ষাৎ হলো না মোদির, ভারতের কূটনীতিতে পরিবর্তন

স্টাফ রির্পোটার, নিউজ সারাদিন : সাবেক মার্কিন প্রেসিডেন্ট ডোনাল্ড ট্রাম্প ও ভারতের বর্তমান প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদি পৃথিবীর দুই প্রান্তের ভিন্ন দেশের রাজনীতিবিদ। কিন্তু বিভিন্ন ক্ষেত্রে তাদের মধ্যে অভূতপূর্ব মিল রয়েছে। উগ্র ডানপন্থার প্রচার, সংবাদমাধ্যমের বিরোধিতা, ধর্মীয় শ্রেষ্ঠত্ববাদী ও অভিবাসন বিরোধিতার পাশাপাশি দুজনেরই রয়েছে অস্বাভাবিক জনপ্রিয়তা।

প্রেসিডেন্ট থাকাকালীন ২০২০ সালে শেষ বৈঠক হয়েছিল ডোনাল্ড ট্রাম্প ও নরেন্দ্র মোদির মধ্যে। দুইজনই একে অপরকে বিভিন্ন সময় 'বন্ধু' হিসেবে পরিচয় দিয়েছিলেন। জাতিসংঘের অধিবেশনে যোগদানের জন্য যুক্তরাষ্ট্র সফরের সময় মোদি ও ট্রাম্পের মধ্যে সাক্ষাৎ হওয়ার কথা ছিল। কিন্তু তাদের মধ্যে সেই সাক্ষাৎ হয়নি। খবর বিবিসির।

যুক্তরাষ্ট্র থেকে ফিরেছেন ভারতের প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদি। এ সফরে মার্কিন প্রেসিডেন্ট জো বাইডেনের সঙ্গে দেখা করেছেন তিনি। কোয়াড (চতুর্দেশীয় অক্ষের) সম্মেলনে অংশ নিয়েছেন, জাতিসংঘে ভাষণ দিয়েছেন, একাধিক দেশের রাষ্ট্রপ্রধানদের সঙ্গে বৈঠকও করেছেন।

কিন্তু মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের অভ্যন্তরীণ রাজনীতি থেকে দূরে ছিলেন ভারতের প্রধানমন্ত্রী।

তার মার্কিন সফরের কর্মসূচিতে একাধিক অনুষ্ঠান ছিল। ফিলাডেলফিয়া এবং নিউ ইয়র্কে বসবাসরত ভারতীয় কমিউনিটির সঙ্গে দেখা করেছেন তিনি। প্রেসিডেন্ট জো বাইডেন ডেলাওয়ারে তার বাসভবনে নরেন্দ্র মোদীকে স্বাগত জানিয়েছেন।

যুক্তরাষ্ট্রের তরফে অনেক প্রাচীন ভারতীয় শিল্পকর্ম ভারতকে ফিরিয়ে দেওয়া হয়েছে।

এদিকে 'কোয়াড লিডার'দের (চতুর্দেশীয় অক্ষের শীর্ষস্থানীয়) সম্মেলনেও অংশগ্রহণ করেছিলেন মোদি। জাতিসংঘে 'বিশ্ব শান্তি ও উন্নয়নের জন্য বৈশ্বিক প্রতিষ্ঠানগুলোর সংস্কারের' প্রয়োজনীয়তা সম্পর্কে কথা বলেছেন।

ফিলিস্তিনি প্রেসিডেন্ট মাহমুদ আব্বাস এবং ইউক্রেনের প্রেসিডেন্ট ভলোদিমির জেলেনস্কির সঙ্গে সাক্ষাৎও করেছেন মোদি।

এদিকে, মোদির সফরের আগে মার্কিন প্রেসিডেন্ট নির্বাচনে রিপাবলিকান প্রার্থী ডোনাল্ড ট্রাম্প জানিয়েছিলেন, ভারতের প্রধানমন্ত্রী তার সঙ্গে দেখা করবেন। যদিও এই সাক্ষাৎ হয়নি। কিন্তু প্রশ্ন হলো কেন?

সাক্ষাতের বিষয়ে কী বলেছিলেন ডোনাল্ড ট্রাম্প?

মোদি মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রে পৌঁছানোর আগে সাবেক মার্কিন প্রেসিডেন্ট তথা চলতি বছরের প্রেসিডেন্ট নির্বাচনে রিপাবলিকান পার্টির প্রার্থী ডোনাল্ড ট্রাম্প দাবি করেছিলেন, তার সঙ্গে দেখা করবেন ভারতের প্রধানমন্ত্রী।

অন্যদিকে, তার (মোদির) যুক্তরাষ্ট্র সফরের আগে পররাষ্ট্র মন্ত্রণালয়ের প্রেস ব্রিফিংয়ে সাংবাদিকরা এই সাক্ষাতের বিষয়ে প্রশ্ন করেন। সেই সময় পররাষ্ট্র সচিব বিক্রম মিসরি জানিয়েছিলেন, এখনও কোনো সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়নি।

অর্থাৎ ট্রাম্প ও মোদির সাক্ষাতের বিষয়টি 'নিশ্চিত' বা 'অস্বীকার' কোনওটাই করেননি পররাষ্ট্র সচিব।

এদিকে প্রধানমন্ত্রী মোদির যুক্তরাষ্ট্রে বসবাসকারী ভারতীয় কমিউনিটির সঙ্গে নিউইয়র্ক সিটি বা লং আইল্যান্ডে দেখা করার যে কর্মসূচি ছিল, সেখানে ডোনাল্ড ট্রাম্প পৌঁছাতে পারেন বলে তীব্র জল্পনা ছিল। যদিও তা হয়নি।

প্রসঙ্গত, ২০১৯ সালে প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদি যখন যুক্তরাষ্ট্র সফরে গিয়েছিলেন, তখন তিনি ট্রাম্পকে হিউস্টনের 'হাউডি মোদি' সমাবেশে আমন্ত্রণ জানিয়েছিলেন। এই কর্মসূচিতে ভারতীয় কমিউনিটির বিপুল সংখ্যক মানুষ জড়ো হন।

আবার ২০২০ সালের ফেব্রুয়ারিতে ভারত সফরে এসেছিলেন ট্রাম্প। তাকে স্বাগত জানাতে আহমেদাবাদে এক লক্ষেরও বেশি মানুষ জড়ো হন।

যুক্তরাষ্ট্রের সাবেক প্রেসিডেন্ট এবং ভারতের প্রধানমন্ত্রী একে

এরপর ৩ পাতায়

আধার ও প্যান কার্ডের ব্যক্তিগত তথ্য ফাঁসের

অভিযোগে বেশকিছু ওয়েবসাইট বন্ধ করা হল

স্টাফ রির্পোটার, নিউজ সারাদিন : কেন্দ্রীয় সরকারের ইলেকট্রনিক্স এবং তথ্যপ্রযুক্তি মন্ত্রক নির্দিষ্ট কিছু অভিযোগের ভিত্তিতে বেশ কিছু ওয়েবসাইট ব্লক করে দিয়েছে। অভিযোগ আসে দেশের নাগরিকদের আধার কার্ড ও প্যান কার্ডের ব্যক্তিগত তথ্য ফাঁসের। এই অভিযোগের ভিত্তিতে ইন্ডিয়ান কম্পিউটার ইমার্জেন্সি রেসপন্স টিমের ওয়েবসাইটগুলিতে পরীক্ষা চালানো হয়। তাতেই সুরক্ষা সংক্রান্ত বেশ কিছু ত্রুটি সামনে আসে। এরপরই এই সমস্ত ওয়েবসাইট গুলো বন্ধ করে দেওয়া হয়েছে।

দেশের নাগরিকদের পরিচয়পত্র হিসাবে আধার ও প্যান কার্ড খুবই গুরুত্বপূর্ণ। কেন্দ্রীয় সরকারের এক শীর্ষ আধিকারিক জানিয়েছেন ওই

এরপর ৩ পাতায়

বিলকিস বানো ধর্ষণ মামলায়

গুজরাট সরকারের আবেদন খারিজ করল সুপ্রিম কোর্ট

স্টাফ রিপোর্টার, নিউজ সারাদিন : বিলকিস বানো মামলায় গুজরাট সরকারের রায়ের বিরুদ্ধে করা একটি আবেদনকে বৃহস্পতিবার সুপ্রিমকোর্ট খারিজ করে দিয়েছে। এই ঘটনায় সাজাপ্রাপ্ত ১১ জনকে ছেড়ে দেওয়া হলেও সুপ্রিম কোর্টের নির্দেশে সাজা খাটার জন্য আবার তাদের সংশোধনাগারে ফেরত আসতে হয়েছে।

এই মামলায় গত ৮ ই জানুয়ারি আদালত নিজের পর্যবেক্ষণ জানিয়েছিল। সেখানে গুজরাট সরকারের বিরুদ্ধে কিছু পর্যবেক্ষণ ছিল যা সঠিক হয়নি বলে সরকার মনে করেছিল।

২০২২ সালে গুজরাট দাঙ্গার সময় বিলকিস বানোকে ধর্ষণ এবং তার পরিবারের সাতজনকে হত্যা করা হয়েছিল। সুপ্রিম কোর্টের নির্দেশে এই গণধর্ষণ কাণ্ডের তদন্তভার সিবিআই এর হাতে দেওয়া হয়েছিল। কিন্তু এই ঘটনা ধামাচাপা দেবার অভিযোগ ওঠে। এই কথা তখন কেন্দ্রীয় তদন্তকারী সংস্থা সিবিআই আদালতকে জানিয়েছিল।

বৃহস্পতিবার উজ্জ্বল ভূঁইয়া এবং বিভি নাগরত্নার বেঞ্চ গুজরাট সরকারের আবেদন খারিজ করে দিয়ে জানিয়েছে " রিভিউ পিটিশন ভালোভাবে খতিয়ে দেখার পর আদালত মনে করছে এর কোন মেরিট নেই। এবং সুপ্রিম কোর্টের নির্দেশের কোন ত্রুটি ছিল না। ফলে নতুন করে বিবেচনার প্রয়োজন নেই"।

এর চোদ্দ বছর পর ২০২২ সালে সাজা প্রাপ্ত আসামিরা

এরপর ৪ পাতায়

২ পাতার পর

ট্রাম্পের সঙ্গে সাক্ষাৎ হলো না মোদির, ভারতের কূটনীতিতে পরিবর্তন

অপরকে বন্ধু বলে সম্বোধন করে এসেছেন।

কিন্তু তা সত্ত্বেও কেন তাদের সাক্ষাৎ হলো না বিশেষত যখন ডোনাল্ড ট্রাম্প একথা বলেছিলেন?

ট্রাম্প প্রকাশ্যে বিবৃতি দেওয়া সত্ত্বেও প্রধানমন্ত্রী মোদির তার সঙ্গে সাক্ষাৎ না করার সিদ্ধান্তকে 'কৌশলগত পদক্ষেপ' হিসেবে দেখছেন বিশ্লেষকরা।

যুক্তরাষ্ট্রের ডেলাওয়ার বিশ্ববিদ্যালয়ের অধ্যাপক ও আন্তর্জাতিক সম্পর্ক বিশেষজ্ঞ ড. মুক্তাদার খান মনে করেন, যুক্তরাষ্ট্রে নির্বাচনি আবহে মোদি যদি ট্রাম্পের সঙ্গে সাক্ষাৎ করতেন এবং তার নির্বাচনি প্রচারকে সমর্থন করতেন বা তাদের এই সাক্ষাৎকে ট্রাম্পের সমর্থন হিসেবে দেখা হয়, তাহলে তা হলে তা 'নির্বুদ্ধিতা' হবে।

আন্তর্জাতিক বিষয়ে বিশেষজ্ঞ অধ্যাপক স্বস্তি রাওয়ের মতে, যদি দেখা করার হতো তাহলে প্রধানমন্ত্রী মোদিকে ডোনাল্ড ট্রাম্প এবং কমালা হ্যারিস দু'জনের সঙ্গেই সাক্ষাৎ করতে হতো। যেকোনো একজনের সঙ্গে দেখা করাটা কূটনৈতিক দিক থেকে 'সঠিক হতো না'।

কেন সাক্ষাৎ হলো না?

আন্তর্জাতিক সম্পর্ক বিশেষজ্ঞ রবীন্দর সচদেবও মনে করেন, ভারত বা বিশ্বের অন্য যে কোনও দেশ ভিন্ন দেশের অভ্যন্তরীণ রাজনীতিতে কোনো এক পক্ষকে সমর্থন করতে পারে না।

সচদেব ব্যাখ্যা করেছেন নরেন্দ্র মোদি যদি ডোনাল্ড ট্রাম্পের সঙ্গে দেখা করতেও চাইতেন, তাহলেও তা সম্ভব হতো না। তিনি শুধুমাত্র ট্রাম্পের সঙ্গে দেখা করতেন না, কমালা হ্যারিসের সঙ্গেও দেখা করতেন। দুই নেতার সঙ্গে বৈঠক নিশ্চিত করা হয়তো সম্ভব হয়নি। হয়তো সেই কারণেই ট্রাম্প এবং মোদির সাক্ষাৎ হয়নি।

কিন্তু প্রশ্ন হলো কেন সাক্ষাতের কথা প্রকাশ্যে বলেছিলেন ট্রাম্প?

সচদেব বলছেন, 'এমনও হতে পারে যে ভারতীয় কূটনীতিকরা ডোনাল্ড ট্রাম্প এবং কমালা হ্যারিস দুজনের সঙ্গেই বৈঠকের জন্য ব্যবস্থা করার চেষ্টা করেছিলেন। সম্ভবত সে কারণেই হয়তো ট্রাম্প প্রকাশ্যে বলেছিলেন যে তিনি মোদির সঙ্গে দেখা করবেন। যদিও সেই সাক্ষাৎ সম্ভব হয়নি।'

মুক্তাদার খান অবশ্য ভিন্ন মত পোষণ করেন। তিনি মনে করেন, ডোনাল্ড ট্রাম্প প্রকাশ্যে একবারই বলেছিলেন যে তিনি মোদির সঙ্গে দেখা করবেন, যদিও এই বৈঠক নির্ধারিত ছিল না।

তবে এ সাক্ষাৎ বাস্তবায়িত না হওয়ার বিষয়কে প্রধানমন্ত্রী মোদি ডোনাল্ড ট্রাম্পকে 'উপেক্ষা' করেছেন বা তার থেকে নিজেকে 'দূরে সরিয়ে রেখেছেন', এমন বলাটা সঠিক হবে না। বরং বিষয়টা অনেকটা এমন যে দুই নেতার দেখা হওয়ার জন্য পরিস্থিতি ও প্রেক্ষাপট বর্তমান আবহে ঠিক ছিল না।

আগামী নভেম্বর মাসে যুক্তরাষ্ট্রে প্রেসিডেন্ট নির্বাচন হতে চলেছে। রিপাবলিকান পার্টি থেকে প্রেসিডেন্ট পদপ্রার্থী হিসেবে আবারো মাঠে নামছেন ডোনাল্ড ট্রাম্প আর ডেমোক্রেটিক পার্টির তরফে প্রার্থী হলেন কমালা হ্যারিস।

মার্কিন মুলুকে প্রেসিডেন্ট নির্বাচন

আসন্ন প্রেসিডেন্ট নির্বাচনকে মাথায় রেখে যুক্তরাষ্ট্রে ভোটের প্রচার এখন তুঙ্গে। বিশ্লেষকদের মতে, এই মুহূর্তে প্রতিযোগিতা বেশ কঠিন। মার্কিন প্রেসিডেন্ট জো বাইডেন নির্বাচনি লড়াই থেকে কিছুদিন আগে সরে দাঁড়িয়েছেন। দুই মুখ্য প্রতিদ্বন্দ্বী ডোনাল্ড ট্রাম্প ও কমলা হ্যারিসের মধ্যে হাড্ডাহাড্ডি লড়াই হতে চলেছে।

মুক্তাদার খান বলছেন, 'মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রে নির্বাচনে খুব অল্প ভোটের ব্যবধানে ঠিক হয়ে যাবে কে এই নির্বাচন জিতবেন। এই পরিস্থিতিতে মোদি যদি ট্রাম্পের সঙ্গে দেখা করেন এবং কোনো কারণে তিনি কমলা হ্যারিসের সঙ্গে দেখা করতে না পারেন, তাহলে তা মোদির জন্য ভালো হবে না।'

তিনি বলেন, 'আমার মনে হয়, কমালা হ্যারিস হয়তো নরেন্দ্র মোদির সঙ্গে দেখা করতে রাজি হননি। আর কমালা হ্যারিস দেখা করতে অস্বীকার করায় মোদির টিম হয়তো ট্রাম্পের সঙ্গে বৈঠক বাতিল করে দিয়েছে।'

প্রসঙ্গত, ২০১৯ সালে মার্কিন সফরে এসে তৎকালীন মার্কিন প্রেসিডেন্ট ডোনাল্ড ট্রাম্পকে স্বাগত জানিয়ে প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ মোদি বলেছিলেন, 'আবকি বার ট্রাম্প সরকার'। যদিও তা হয়নি। পরের প্রেসিডেন্ট নির্বাচনে হেরে গিয়েছিলেন ডোনাল্ড ট্রাম্প।

মার্কিন মুলুকে প্রেসিডেন্ট জো বাইডেনের নেতৃত্বাধীন ডেমোক্র্যাট সরকারের সঙ্গে সম্পর্ককে সঠিক দিশায় আনতে হিমশিম খেতে হয়েছিল ভারতকে।

এমন পরিস্থিতিতে বিশ্লেষকরাও মনে করেন যে প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদীর উপদেষ্টারা হয়তো তাকে পরামর্শ দিয়েছেন যে, এই মুহূর্তে মার্কিন নির্বাচনের আবহে ডোনাল্ড ট্রাম্প বা কোনও একজন প্রার্থীর সঙ্গে দেখা করা ঠিক হবে না।

ভারতের কূটনীতিতে পরিবর্তন

গত কয়েক বছরে ভারতের কূটনীতিতে কিছুটা পরিবর্তন এসেছে। মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রে ইউক্রেনের প্রেসিডেন্ট ভলোদিমির জেলেনস্কির সঙ্গেও বৈঠক করেছেন নরেন্দ্র মোদি। এই বৈঠককে বিশেষ সংকেত বলেও মনে করেন বিশ্লেষকরা।

সচদেব মনে করেন, ইউক্রেন সংকট নিয়ে ভারত স্পষ্ট বার্তা দিয়েছে। সেই বার্তা হলো এই সংকটের একটাই সমাধান - যুদ্ধ অবশ্যই বন্ধ করতে হবে।

অধ্যাপক স্বস্তি রাও বলছেন, ভারতকে রাশিয়ার ঐতিহ্যগত বন্ধু হিসাবে দেখা হতে পারে তবে ভারতও কিন্তু তার নিজের স্বার্থ বোঝে এবং ইউক্রেন সঙ্কট সমাধানে নিজের স্বার্থ দেখে।'

'এই কারণেই জেলেনস্কির সঙ্গে দেখা করতে দ্বিধা করেননি মোদি। তিনি একটা স্পষ্ট বার্তা দিতে চেয়েছেন যে ভারত চায় যুদ্ধ বন্ধ হোক।'

বিশেষজ্ঞরা ব্যাখ্যা করেছেন যে ভারতের কিছু নিজস্ব চাহিদা রয়েছে যা পূরণ করে পশ্চিমা দেশগুলো। ভারত তার প্রতিরক্ষা ও অন্যান্য প্রয়োজনের জন্য পশ্চিমাদের ওপর নির্ভরশীল।

এমন পরিস্থিতিতে রাশিয়া-ইউক্রেন যুদ্ধের সমাধানে ভারত গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা নিলেও কোনও একপক্ষের পাশে কিন্তু তারা দাঁড়াবে না।

বিশ্লেষকরা এও মনে করেন যে বর্তমান সময়ে যুক্তরাষ্ট্রের সঙ্গে সুসম্পর্ক গড়ে তোলা ভারতের জন্য 'কূটনৈতিক ও কৌশলগত' প্রয়োজন।

অধ্যাপক মুক্তাদার খান বলছেন, 'ভূ-রাজনৈতিক পরিস্থিতি ছাড়াও ভারত-মার্কিন সম্পর্ক মজবুতের পেছনে রয়েছে চীনের উত্থান। যতক্ষণ চীনের আগ্রাসনের নীতি বজায় থাকবে, ততক্ষণ আমেরিকার সঙ্গে সম্পর্ক মজবুত করে রাখাটা ভারতের জন্য অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ।'

এ প্রসঙ্গে অন্য একটা উল্লেখযোগ্য দিকও তুলে ধরেছেন মুক্তাদার খান। তিনি ব্যাখ্যা করেছেন শিল্প ক্ষেত্রে আগ্রাসী মনোভাব দেখাচ্ছে চীন। তারা উৎপাদন ক্ষমতা বাড়াচ্ছে, কোম্পানিগুলোকে ভর্তুকিও দিচ্ছে। যতক্ষণ অর্থনৈতিক দিক থেকে চীন মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রকে চ্যালেঞ্জ করছে, ততক্ষণ ভারতও কিন্তু তাদের (যুক্তরাষ্ট্রের) জন্য খুবই গুরুত্বপূর্ণ।

অধ্যাপক রাও মনে করেন, রাশিয়া যদি চীনের দিকে আরও ঝুঁকে পড়ে, তাহলে ভারতের জন্য যুক্তরাষ্ট্র ও পশ্চিমা দেশগুলোর সঙ্গে সম্পর্ককে মজবুত করাটা আরও বেশি গুরুত্বপূর্ণ হয়ে উঠবে।

১-ম পাতার পর

'রক্তের সম্পর্ক আছে এমন কারও সঙ্গে সম্পর্ক রাখতে চাইছি না', বড় সিদ্ধান্ত কেষ্ট'র

সাংবাদিকদের জানিয়েছিলেন, 'আমার মেয়ে, আমার সন্তানকেও ১৬ মাস জেল খাটানো হয়েছে। ও তো নেতা নেত্রীও নয়। সাধারণ বাড়ির মেয়ে। আমি নিশ্চয়ই এমন কিছু অন্যায় করেছিলাম ঈশ্বরের কাছে, তার শাস্তি পেয়েছি। আইনকে সম্মান করি। আইনকে ভালবাসি। ওই ব্যাপারে আমি কিছু বলব না। আমি কোনও বিতর্কে যাব না। কিন্তু বাবা হয়ে মেয়ের এই জেলখাটা মেনে নেব কীভাবে!'তাঁর গ্রামের বাড়িতেও দুর্গাপুজো হয়। সেখানে প্রতিবছর গ্রামের লোকদের নিমন্ত্রণ করে খাওয়ান তিনি। এদিন অর্থাৎ শুক্রবার সেই গ্রামের বাড়ির পুজোর ব্যবস্থাপনা কেমন হচ্ছে তা খতিয়ে দেখতে যান তিনি। সঙ্গে ছিলেন মেয়ে সুকন্যা মণ্ডলও। নানুরের হাটসেরান্দিতে গ্রামের বাড়ি তাঁর। সেখানে গিয়ে এদিন পরিবারের সদস্যদের সঙ্গে দেখা করেন। পুজোয় অংশ নেবেন বলেও জানান। কিন্তু পরে সাংবাদিকদের মুখোমুখি হয়ে জানিয়ে দেন, 'আমি আর রক্তের সম্পর্ক আছে এমন কারও সঙ্গে সম্পর্ক রাখতে চাইছি না।'এদিন অনুব্রত জানিয়েছেন, 'আমি আসব পুজোর দিন বারোটা থেকে সাড়ে বারোটা নাগাদ। মায়ের পুজো দেব। তারপর চলে যাব। এবার আমার আর্থিক অবস্থা ঠিক নেই। তাই এবার খাওয়াতে পারব না।' কিন্তু এই বার্তার পরে পরেই তিনি জানিয়ে দেন, রক্তের সম্পর্কের আত্মীয়দের সঙ্গে আর কোনও যোগাযোগ রাখতে চান না। কেন বললেন এই কথা? প্রাথমিক ভাবে মনে করা হচ্ছে, একরাশ অভিমান থেকেই তিনি এই সিদ্ধান্ত নিয়েছেন। তবে এটা ঠিক এখন আর্থিক অবস্থা মোটেও ভাল নেই অনুব্রতবাবুর। ফলে এই বছর গ্রামের বাড়ির দুর্গাপুজোয় গ্রামের লোকজনকে পাত পেড়ে খাওয়ানো তাঁর কাছে যথেষ্ট কষ্টকর হয়ে উঠতো। আসলে গরু পাচার মামলায় সিবিআইয়ের হাতে গ্রেফতারির পরে পুজোয় প্রতিবারের চেনা ছবিটা বদলে গিয়েছে অনেকটাই। সেই বদল দেখতে পাচ্ছেন, বুঝতেও পারছেন তৃণমূলের এই দাপুটে নেতা। সেই জায়গা থেকেই আত্মীয়দের সঙ্গে সম্পর্ক না রাখার মতো বড় ও কঠিন সিদ্ধান্ত নিয়ে নিয়েছেন তিনি।

কলকাতা পুলিশের বিজ্ঞপ্তি সংক্রান্ত মামলায়

হাইকোর্টের প্রশ্নের মুখে রাজ্য সরকার

স্টাফ রিপোর্টার, নিউজ সারাদিন : কলকাতা হাইকোর্টের প্রশ্নের মুখে আবারও রাজ্য সরকার। এবার কলকাতা পুলিশের বিজ্ঞপ্তি সংক্রান্ত মামলায় প্রশ্নের মুখে পড়তে হয় রাজ্য সরকারকে।

মধ্য কলকাতার বিস্তীর্ণ অঞ্চলে জমায়েতের উপর নিষেধাজ্ঞা জারি করে বিজ্ঞপ্তি দেয় লালবাজার। আর এই সংক্রান্ত মামলায় শুক্রবার কলকাতা হাইকোর্টের বিচারপতি রাজশ্রী ভরতদা শুরু হয় শুনানি। এই শুনানিতে বিচারপতি প্রশ্ন করেন এই বিজ্ঞপ্তি প্রত্যাহার করার সুযোহ আছে কিনা তা জানা দরকার না হলে ওই এলাকায় সব পুজো বন্ধ করতে হবে। প্রসঙ্গত উল্লেখ্য কয়েকদিন আগে লালবাজারে তরফ থেকে এক বিজ্ঞপ্তিতে বলা হয় বউবাজার, হেয়ার স্ট্রিট, ট্রাফিক গার্ড এবং হেডকোয়ার্টার এলাকা হল ধর্মতলা কেন্দ্রিক। সেই এলাকায় পাঁচ জনের বেশি জমায়েত করা যাবে না। এই নির্দেশিকা ২৫ শে সেপ্টেম্বর থেকে ২৩ শে নভেম্বর পর্যন্ত বলবত থাকবে বলে ও জানানো হয়েছিল।এই নির্দেশিকাকে কেন্দ্র কেন্দ্র করে একাধিক প্রশ্ন তৈরি হয়। আরজিকর সংক্রান্ত ঘটনার প্রতিবাদ পুজোর দিনগুলিতে হতে পারে। আর তা ঠেকাতেই কি কলকাতা পুলিশের এই বিজ্ঞপ্তি? রাজ্যের তরফে স্পষ্ট জানানো হয় এহানো বিজ্ঞপ্তির জন্য বিভ্রান্তি তৈরি হয়েছে। অন্যদিকে মামলাকারীদের হয়ে আইনজীবী বিকাশ রঞ্জন ভট্টাচার্য সওয়ালে অংশ নেন। দু'পক্ষের কথা শুনে বিচারপতি জানতে চান এই থানা এলাকাগুলিতে অনেক পুজো হয় সেগুলো কি হবে? এই প্রশ্নের উত্তরে রাজ্যের আইনজীবী বলেন কে সি দাস থেকে ভিক্টোরিয়া হাউস পর্যন্ত সব সময় ১৬৩ ধারা প্রয়োগ করা থাকে নভেম্বরেও হয়েছিল। এবার সেটার এক্সটেনশন করার পাশাপাশি বেন্টিঙ্ক স্টিক নতুন করে যুক্ত করা হলো। আগামী সোমবার আবার এই সংক্রান্ত মামলার শুনানি হবে বলে জানানো হয়েছে।

২ পাতার পর

আধার ও প্যান কার্ডের ব্যক্তিগত তথ্য ফাঁসের অভিযোগে বেশকিছু ওয়েবসাইট বন্ধ করা হল

সমস্ত ওয়েবসাইট নাগরিকদের প্যান এবং আধার কার্ডের ব্যক্তিগত তথ্য প্রকাশ করছে। এমনকি ডেটা বিক্রির অভিযোগ আছে। এরপরেই ওয়েবসাইট গুলি খতিয়ে দেখা হয়।

এই বিষয়টি যথেষ্ট গুরুত্বপূর্ণ। ইউনিক আইডেন্টিফিকেশন অথরিটি অফ ইন্ডিয়া আধার আইন, ২০১৬ এর অধীনে আধার সম্পর্কিত তথ্য প্রকাশ করা যায় না। তাই এই অভিযোগ পুলিশকে জানানো হয়েছে। এই ঘটনার পর সাইবার বিশেষজ্ঞরা নড়েচড়ে বসেছে। একজন সাইবার নিরাপত্তা বিশেষজ্ঞও জানে জানিয়েছেন "স্টার হেলথ ইন্সুরেন্স এর মতো সংস্থার এক্সিকিউটিভরা ৩. ১ কোটি গ্রাহকের ডেটা বিক্রি করেছেন। যা একেবারে ভয়ংকর"।

তেলেঙ্গানার প্রাক্তন ডেপুটি চিফ মিনিস্টারের বাড়িতে

চুরি যাওয়া জিনিসপত্র উদ্ধার, খড়্গপুরে গ্রেফতার ২

বেবি চক্রবর্ত্তী: পশ্চিম মেদিনীপুর: নিউজ সারাদিন : খড়্গপুর স্টেশন থেকে দুই ব্যক্তিকে গ্রেফতার করেছে জিআরপি, যাদের কাছ থেকে উদ্ধার হয়েছে সোনার বিস্কুট, নগদ টাকা, ডলার, দিনার ও রুপোর জিনিসপত্র। মোট উদ্ধার হওয়া সামগ্রীর আনুমানিক মূল্য প্রায় কুড়ি লক্ষ টাকা। বৃহস্পতিবার ভুবনেশ্বর-হাওড়া জন শতাব্দী এক্সপ্রেস ৭ নম্বর প্ল্যাটফর্মে পৌঁছানোর সময় জিআরপির স্পেশাল ড্রাইভ চলছিল। ওই সময় দুজনকে সন্দেহজনক অবস্থায় দেখে পুলিশ তাদের গ্রেফতার করে। অভিযুক্তদের নাম উদয় কুমার ঠাকুর এবং রওশন কুমার মন্ডল।

জানা গিয়েছে, তেলেঙ্গানার কংগ্রেসের প্রাক্তন ডেপুটি চিফ মিনিস্টার মল্লু ভাট্টি বিক্রমা বিদেশে অবস্থান করার সময় তার বাড়িতে চুরি হয়। বাড়িতে কাজের ছেলে রওশন

এরপর ৪ পাতায়

ভারতের সর্বাধিক প্রচারিত বাংলা দৈনিক ই পেপার

নিউজ সারাদিন

বাংলার মানুষের সাথে, মানুষের পাশে

৪ বর্ষ ২৬৫ সংখ্যা ২৮ সেপ্টেম্বর, ২০২৪ শনিবার ১১ আশ্বিন, ১৪৩১

৩ পাতার পর

তেলেঙ্গানার প্রাক্তন ডেপুটি চিফ মিনিস্টারের বাড়িতে চুরি যাওয়া জিনিসপত্র উদ্ধার, খড়্গপুরে গ্রেফতার ২

কুমার মন্ডল, বিহারের বাসিন্দা, তার বন্ধু উদয় কুমার ঠাকুরকে ফোন করে চুরির পরিকল্পনা করে। ডেপুটি চিফ মিনিস্টার বাড়িতে না থাকায় তারা সোনা, টাকা, বিদেশি মুদ্রা ও রুপোর সামগ্রী চুরি করে নিয়ে আসে।

ইতিমধ্যে, তেলেঙ্গানা পুলিশকে বিষয়টি জানানো হয়েছে বলে জানান এসআরপি দেবশ্রী সান্যাল। তিনি আরও বলেন, "কিছুদিন আগে ডেপুটি চিফ মিনিস্টারের বাড়িতে চুরির ঘটনা ঘটে। সেই চুরির তদন্ত চলছিল। এদিন অভিযানের সময় সন্দেহজনকভাবে এই দুজনকে গ্রেফতার করা হয় এবং তাদের কাছ থেকে চুরি হওয়া বহুমূল্য জিনিসপত্র উদ্ধার হয়।

সূত্রে খবর, শুক্রবার অভিযুক্তদের আদালতে তোলা হয়, তাদের বিরুদ্ধে একাধিক মামলা ঋজু করা হয়েছে।

৩ পাতার পর

বিলকিস বানো ধর্ষণ মামলায় গুজরাট সরকারের আবেদন খারিজ করল সুপ্রিম কোর্ট

আদালতে মুক্তির আবেদন জানালে আদালত বিষয়টি গুজরাট সরকারের হাতে ছেড়ে দেয়। গুজরাট সরকার তখন সেই বছরে আগস্ট মাসের স্বাধীনতা দিবসের দিন ১১ জন সাজা প্রাপ্তকে মুক্তি দেয়।

পরে শীর্ষ আদালত গুজরাট সরকারের এই সিদ্ধান্ত ঠিক হয়নি বলে সাজাপ্রাপ্তদের মুক্তি এ বছরের জানুয়ারি মাসে খারিজ করে দিয়েছে। যেহেতু মামলার শুনানি গুজরাট থেকে সরে গিয়ে মহারাষ্ট্রে হয়েছে সেহেতু সেই রাজ্যের সরকারের সিদ্ধান্ত নেওয়ার ক্ষমতা ছিল গুজরাট সরকারের নয়। সেই সময় শীর্ষ আদালত গুজরাট সরকারের তীব্র সমালোচনা এবং ভর্ৎসনা করেছিল।

সম্পাদকীয়

ভবিষ্যতের সশক্তিকরণ : সুকন্যা সমৃদ্ধি যোজনার মাধ্যমে আন্তর্জাতিক কন্যাসন্তান দিবস উদযাপন

কন্যাসন্তানরা সমাজ গঠনে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে থাকে। আর্থিক সমৃদ্ধির ক্ষেত্রে সমাজের নানা ক্ষেত্রে তাঁদের অবদান গুরুত্বপূর্ণ। প্রতিদিন যেখানে তাঁদের কৃতিত্ব উদযাপন হওয়ার কথা, তাকেই স্বীকৃতি দিতে প্রতি বছর ২২ সেপ্টেম্বর আন্তর্জাতিক কন্যাসন্তান দিবস উদযাপন করা হয়। এই দিবস উদযাপনের মাধ্যমে একদিকে যেমন তাঁদের গুরুত্বকে তুলে ধরা হয়, পাশাপাশি সমাজের সমস্ত ক্ষেত্রে মেয়েদের সশক্তিকরণের প্রয়োজনের দিকটিও ফুটে ওঠে। ভারতে 'বেটি বাঁচাও, বেটি পড়াও'-এর অঙ্গ হিসাবে প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী ২০১৫-র জানুয়ারি মাসে সুকন্যা সমৃদ্ধি অ্যাকাউন্টের সূচনা করে কন্যাসন্তানদের সামাজিক সশক্তিকরণে গুরুত্বপূর্ণ পদক্ষেপ নেন। ১০ বছর বয়স পর্যন্ত কন্যাসন্তানদের জন্য সুকন্যা সমৃদ্ধি যোজনায় ৮.২ শতাংশ হারে সুদে ন্যূনতম ২৫০ টাকা এবং বাৎসরিক সর্বোচ্চ ১ লক্ষ ৫০ হাজার টাকা পর্যন্ত এই আমানতে রাখা যাবে, কিন্তু সর্বোচ্চ সীমার ওপর যদি কেউ টাকা রাখেন, তবে তা ফিরিয়ে দেওয়া হয় এবং তার ওপর কোনো সুদও দেওয়া হয় না। এতে আয়কর ছাড়ও পাওয়া যাবে। পোস্ট অফিস এবং ব্যাঙ্কগুলির মধ্যে এই অ্যাকাউন্ট দেশের যে কোন জায়গাতেই অনায়াসেই স্থানান্তরযোগ্য। আমানত চালুর পর ১৫ বছর পর্যন্ত তাতে টাকা রাখা যায়। কেউ যদি বাৎসরিক ন্যূনতম টাকা না রাখতে পারেন, সেক্ষেত্রে আমানতটিকে চালু করতে গেলে ৫০ টাকা জমা দিয়ে তা চালু করতে হবে। এই সঞ্চয় প্রকল্প কন্যাসন্তানদের ভবিষ্যৎ সুরক্ষিত করার কাজে পিতা-মাতাকে উৎসাহ যোগায়। এর মাধ্যমে তাঁদের পড়াশোনা বা বিয়ের খরচ মেটানো সম্ভব হয়। এর মূলগত উদ্দেশ্য হল, কন্যাসন্তানরাও যাতে অনুরূপ সুযোগ পেয়ে সমাজে বড় হয়ে উঠতে পারেন। তাঁরা তাঁদের উচ্চাকাঙ্ক্ষা পূরণ করতে পারেন এবং সমাজ ও অর্থনীতিতে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা নিতে পারেন। এই সুকন্যা সমৃদ্ধি যোজনার মাধ্যমে ভারতীয় ডাকঘর 'বেটি বাঁচাও, বেটি পড়াও' অভিযানকে দেশের সর্বত্র সার্থকতার সঙ্গে ছড়িয়ে দিচ্ছে। বর্তমানে এই যোজনার আওতায় গ্রাহক সংখ্যা ৩ কোটি ২০ লক্ষ। এ বছর আন্তর্জাতিক কন্যাসন্তান দিবসে সুকন্যা সমৃদ্ধি গ্রাম যোজনা বিশেষ সাড়া ফেলেছে। দেশের অনেক গ্রামে ১০ বছর পর্যন্ত বয়সী কন্যাসন্তানদের জন্য সুকন্যা সমৃদ্ধি অ্যাকাউন্ট খোলায় এই যোজনা বস্তুত সুকন্যা সমৃদ্ধি গ্রাম যোজনার রূপান্তরিত হয়েছে। ২২ সেপ্টেম্বর আন্তর্জাতিক কন্যাসন্তান দিবসে উত্তর গুজরাট অঞ্চলের পোস্টমাস্টার জেনারেল কৃষ্ণ কুমার যাদব জানান যে, উত্তর গুজরাটের ৫০০টি গ্রাম সুকন্যা সমৃদ্ধি গ্রাম হয়ে উঠেছে। এইসব গ্রামগুলিতে কন্যাসন্তানের জন্মের পরেই ডাক পিয়ন সেইসব বাড়িতে গিয়ে সুকন্যা সমৃদ্ধি যোজনার আওতায় অ্যাকাউন্ট খুলতে পরিবারগুলিকে সাহায্য করেন। এই সদর্থক কর্মপ্রয়াসের মাধ্যমে উত্তর গুজরাট এলাকাতেই কেবল ৪ লক্ষ ৫০ হাজার সুকন্যা আমানত খোলা হয়েছে। সমগ্র গুজরাট সার্কেলে এর সংখ্যা ১৫ লক্ষ ২২ হাজার। কন্যাসন্তানের বয়স ১৮ বছর হওয়া পর্যন্ত এই অ্যাকাউন্ট তাঁর অভিভাবকের তত্ত্বাবধানেই থাকে। এরপর ১৮ বছর হয়ে গেলে বয়সের প্রয়োজনীয় তথ্যপ্রমাণ সাপেক্ষে কন্যাসন্তান সেই আমানতের অধিকার পেতে পারেন। এই অ্যাকাউন্টের ক্ষেত্রে শুরুর দিন থেকে আমানতকারীর ২১ বছর বয়স পূর্ণ হওয়া হলে এই অ্যাকাউন্টটি ম্যাচিওর করবে। শুধুমাত্র পড়াশোনার খরচের স্বার্থে এই অ্যাকাউন্ট থেকে ৫০ শতাংশ টাকা তোলার আবেদন করতে পারা যাবে, তবে সেক্ষেত্রে আমানতকারীর বয়স ১৮ হতে হবে অথবা তাঁকে দশম শ্রেণী উত্তীর্ণ হতে হবে।

এই উদ্যোগের মাধ্যমে সরকার যে কেবল সঞ্চয়ের প্রসার ঘটাচ্ছে তাই নয়, তার পাশাপাশি কন্যাসন্তানদের শিক্ষাখাতে এবং সশক্তিকরণে বিনিয়োগে উৎসাহ যোগাচ্ছে। কন্যাসন্তানদের সামাজিক উত্তরণের লক্ষ্যে সরকার অসংখ্য পদক্ষেপ নিয়েছে। এর মাধ্যমে সমাজে কেবলমাত্র কন্যাসন্তানদের গুরুত্বকে পরিচিতি দেওয়াই নয়, তার পাশাপাশি তাঁদের সম্ভাবনা, সামর্থ্য এবং লক্ষ্যকে পূরণ করতে সমাজ যাতে সম্মিলিতভাবে এগিয়ে আসে, সেই মনোভাব গড়ে তোলাও এর লক্ষ্য।

সতীপীঠের অন্যতম কামাখ্যা

-: মৃত্যুঞ্জয় সরদার :-

কামাখ্যা মন্দির চত্বরের অন্যান্য মন্দিরগুলিতেই একই রকম আকৃতিবিশিষ্ট পাথর দেখা যায়, যা ভূগর্ভস্থ জল দ্বারা পূর্ণ থাকে। বর্তমান মন্দির ভবনটি অহোম রাজাদের রাজত্বকালে নির্মিত। তার মধ্যে প্রাচীন কোচ স্থাপত্যটি সযত্নে রক্ষিত হয়েছে। খ্রিস্টীয় দ্বিতীয় সহস্রাব্দের মাঝামাঝি সময় মন্দিরটি ধ্বংসপ্রাপ্ত হলে ১৫৬৫ সাল নাগাদ কোচ রাজা চিলরায় মধ্যযুগীয় মন্দিরের স্থাপত্যশৈলী অনুসারে মন্দিরটি পুনরায় নির্মাণ করে দেন। **ক্রমশঃ**

• সতর্কীকরণ •

এই পত্রিকায় প্রকাশিত সমস্ত বিজ্ঞাপনের দায় বিজ্ঞাপনদাতার পাঠকদের যথাযথ অনুসন্ধানের পর আস্থা স্থাপনের অনুরোধ জানাই। বিজ্ঞাপনদাতার ওপর বিশ্বাস রেখে বিজ্ঞাপন ছাপানো হয়। এই ব্যাপারে পত্রিকা কোনো রকম দায়িত্ব নেবে না।

মাতৃ স্বপ্নাদেশে তৈরি হয়েছিল আদ্যাপীঠ

মৃত্যুঞ্জয় সরদার
(অষ্টম পর্ব)

অস্বাভাবিক, যা সাধারণত হিন্দুদের দুটি ভিন্ন সম্প্রদায়ের দ্বারা উপাসনা করা হয়। আবার, তবে, আদ্যপীঠ মন্দিরটি সম্প্রদায় বা ধর্মের সীমানা মুছে দেয়, প্রকাশ করে যে ঈশ্বর এক।

মন্দিরটি এমনভাবে তৈরি করা হয়েছে যে যখনই দরজা খোলা হয় তখন বেদীটি সম্পূর্ণরূপে দৃশ্যমান হয়। হাজার হাজার তীর্থযাত্রী এবং দর্শনার্থী প্রতিদিন উপাসনা, প্রার্থনা, দর্শনের অভিজ্ঞতা এবং প্রসাদ গ্রহণের জন্য একত্রিত হন। নিকটবর্তী নাটমন্দিরে (মিউজিক হল) প্রতিদিন ধর্মীয় গান ও বক্তৃতা অনুষ্ঠিত হয়। আদ্যপীঠকে শুধুমাত্র পশ্চিমবঙ্গেই নয়, সীমান্তের বাইরেও পবিত্রতম স্থানগুলির মধ্যে একটি হিসাবে বিবেচনা করা হয়।

প্রতিদিনের পূজা

প্রতিদিনের পূজা সনাতন পদ্ধতিতে করা হয়। মূর্তিদের স্নেহের সাথে স্নান করানো হয় এবং পোশাক পরানো হয়, তারপর ফুল, চন্দন পেস্ট, ধূপ এবং খাবার দেওয়া হয়। অন্নদা ঠাকুরকে স্বপ্নে শ্রীরামকৃষ্ণের দ্বারা অন্নদা ঠাকুরের নির্দেশিত খাবারের প্রকার ও পরিমাণ নির্দেশ করা হয়েছিল এবং এই নির্দেশগুলি আজও কঠোরভাবে অনুসরণ করা

ক্রমশঃ

(লেখকের অভিমতের জন্য লেখক দায়বদ্ধ)

ভারতের বাজারে যে দামে বিক্রি হচ্ছে বাংলাদেশের ইলিশ

স্টাফ রিপোর্টার, নিউজ সারাদিন : নানা আলোচনা সমালোচনার পর ভারতে রপ্তানি করা হয়েছে বাংলাদেশের ইলিশ। শুক্রবার (২৭ সেপ্টেম্বর) সকাল থেকেই হাওড়ার পাইকারি বাজারে বিক্রি হচ্ছে বাংলাদেশের এই 'রুপালি শস্য'। কলকাতার সব খুচরা বাজারে ইলিশ পৌঁছে যাবে বলে জানিয়েছেন পাইকারি বিক্রেতারা।

শুক্রবার সকাল থেকে হাওড়ার পাইকারি বাজারে কেজি প্রতি ১৪৫০ থেকে ১৬০০ টাকার মধ্যে ঘোরাফেরা করছে ইলিশের দাম। তবে জোগান এবং চাহিদার ওপর এই দাম ওঠানামা করতে পারে বলে জানিয়েছেন ব্যবসায়ীরা।

তারা বলছেন, বাংলাদেশ থেকে এখন পর্যন্ত রাজ্যে মোট ৪০ মেট্রিক টন ইলিশ এসেছে। বৃহস্পতিবার পেট্রাপোল সীমান্ত হয়ে দেশটিতে ঢুকেছে বাংলাদেশের ইলিশ। শুক্রবার পেট্রাপোল-বেনাপোল স্থলবন্দর হয়ে আরো কিছু পরিমাণ ইলিশ রাজ্যে ঢুকতে পারে।

এদিকে দুর্গাপূজার আগে বাজারে পদ্মার ইলিশ ঢোকায় খুশি স্থানীয় বিক্রেতারা। শুক্রবার থেকেই কলকাতার সব বাজারে ইলিশ পৌঁছে যাবে বলেও জানানো হয়েছে। তবে এই মাছের দাম কতটা মধ্যবিত্তের নাগালের মধ্যে, তা নিয়ে সংশয়ে মাছ বিক্রেতারা। হাওড়ার স্থানীয় একটি বাজারে মাছ বিক্রি করা সুকুমার মল্লিক স্থানীয় গণমাধ্যমকে বলেন, পাইকারি বাজারেই ইলিশের দাম কেজি প্রতি ১৭০০ রুপি হয়ে যাচ্ছে। খুচরা বাজারে দাম আরও বাড়বে। ফলে কতজন ইলিশ কিনতে আগ্রহী হবেন, বোঝা যাচ্ছে না। কলকাতার 'ফিস ইমপোর্টার্স অ্যাসোসিয়েশন'-এর সম্পাদক সৈয়দ আনোয়ার মাকসুদ অবশ্য বলেছেন, জোগান বাড়লে পূজার আগে ইলিশের দাম কমতে পারে। সে ক্ষেত্রে পূজায় মধ্যবিত্তের পাতেও ইলিশ পড়বে।

২০১২ সালে স্থানীয় মানুষের চাহিদার কথা বিবেচনা করে বিদেশে ইলিশ রপ্তানি বন্ধের সিদ্ধান্ত নেয়া হয়েছিল। যদিও এর প্রায় ৭ বছর পর ২০১৯ সাল থেকে দুর্গাপূজার আগে প্রতি বছরই উপহারের মোড়কে বাণিজ্যিক চালান পাঠানো শুরু করে বিগত শেখ হাসিনা সরকার। তবে বাংলাদেশে রাজনৈতিক পট পরিবর্তনের পর প্রতিবেশী ভারতের সঙ্গে সম্পর্কের নতুন সমীকরণ সামনে আসায় অনিশ্চিত হয়ে পড়ে ইলিশ রপ্তানি। প্রথমদিকে ভারতে ইলিশ না পাঠানোর সিদ্ধান্তের কথা জানালেও, পরে ইলিশ পাঠানোর সিদ্ধান্ত নেয় ড. ইউনূস সরকার।

জাপানের নতুন প্রধানমন্ত্রী হচ্ছেন সিগেরু ইশিবা

স্টাফ রিপোর্টার, নিউজ সারাদিন : জাপানের সাবেক প্রতিরক্ষামন্ত্রী শিগেরু ইশিবা দেশটির পরবর্তী প্রধানমন্ত্রী হিসেবে দায়িত্ব নিতে যাচ্ছেন। শুক্রবার (২৭ সেপ্টেম্বর) তীব্র প্রতিদ্বন্দ্বিতাপূর্ণ লড়াই শেষে তাকে জয়ী ঘোষণা করা হয়। ৬৭ বছর বয়সী অভিজ্ঞ এই রাজনীতিবিদ কট্টর জাতীয়তাবাদী নেতা সানায়ে তাকাইচিকে হারিয়ে এলডিপি নেতা নির্বাচিত হয়েছেন। খবর দ্য গার্ডিয়ান'র।

দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের পর থেকে প্রায় সাত দশকব্যাপী জাপান শাসন করছে এলডিপি। পার্লামেন্টে তাদেরই সংখ্যাগরিষ্ঠতা থাকায় দলের নেতাই পরবর্তী প্রধানমন্ত্রী হবেন বলে প্রায় নিশ্চিতভাবে বলা যায়। দেশটির বর্তমান প্রধানমন্ত্রী ফুমিও কিশিদার স্থলাভিষিক্ত হতে যাচ্ছেন ইশিবা।

আগামী সোমবার পদত্যাগ করবেন কিশিদা ও তার মন্ত্রীসভা। মঙ্গলবার এক বিশেষ অধিবেশনে ইশিবাকে তার দায়িত্ব অর্পণ করা হবে।

ভোটে জয়লাভের পর এলডিপির আইনপ্রণেতাদের উদ্দেশ্যে এক বার্তায় ইশিবা বলেছেন, 'জনগণের ওপর আমাদের আস্থা রাখতে হবে। সাহস ও দায়িত্ববোধের সঙ্গে সত্যের পথে থাকতে হবে। আমরা সবাই যেন আবার হাসিমুখে বাঁচতে পারি, সেটা নিশ্চিতে জাপানকে নিরাপদ করে তুলতে আমরা একসঙ্গে কাজ করে যাব।'

মধ্যপ্রাচ্যে বাইডেনের কূটনীতি ব্যর্থ, গাজায় সংঘাত বাড়ছে

স্টাফ রিপোর্টার, নিউজ সারাদিন : বিশ্লেষকদের মতে যুক্তরাষ্ট্রের মধ্যপ্রাচ্য কূটনীতির বর্তমান চিত্র অত্যন্ত জটিল এবং সংকটপূর্ণ। মার্কিন প্রশাসন, বিশেষ করে প্রেসিডেন্ট জো বাইডেনের নেতৃত্বাধীন সরকার, গাজা ও লেবাননের হিজবুল্লাহসহ বিভিন্ন গোষ্ঠীর সঙ্গে সংঘাত নিরসনে অনেক চেষ্টা চালালেও কার্যত উল্লেখযোগ্য সাফল্য অর্জন করতে পারেনি।

গাজায় চলমান সংঘাতের বিষয়ে যুক্তরাষ্ট্র শুরু থেকেই ইসরায়েলের আত্মরক্ষার অধিকারের পক্ষে অবস্থান নিয়েছে। তবে একই সঙ্গে বেসামরিক মানুষের জীবন রক্ষায় চেষ্টা চালানোর প্রতিশ্রুতিও দিয়েছে। কিন্তু বাস্তবে, ইসরায়েলকে এ ব্যাপারে সংযত করতে যুক্তরাষ্ট্রের চাপ কার্যকর হয়নি। বিশেষ করে সম্প্রতি ইসরায়েল যুক্তরাষ্ট্রের ২১ দিনের অস্ত্রবিরতির

প্রস্তাব প্রত্যাখ্যান করে সংঘাত আরও জোরদার করেছে, যা ইঙ্গিত করে যে, যুক্তরাষ্ট্রের প্রভাব দিন দিন কমছে।

মধ্যপ্রাচ্যে যুক্তরাষ্ট্রের প্রভাব কমে আসার অন্যতম কারণ হলো ইসরায়েল সরকার তাদের মিত্র যুক্তরাষ্ট্রের পরামর্শকে উপেক্ষা করছে। ইসরায়েলের প্রধানমন্ত্রী বেনিয়ামিন নেতানিয়াহু যুক্তরাষ্ট্রের অস্ত্র সরবরাহ ও আন্তর্জাতিক সমর্থন পাওয়ার পরও ওয়াশিংটনের চাওয়া অনুযায়ী কাজ করতে নারাজ। বিশ্লেষকরা মনে করেন, এই পরিস্থিতি ওয়াশিংটনের মধ্যপ্রাচ্য নীতির দুর্বলতা তুলে ধরছে।

গাজা যুদ্ধের পাশাপাশি ইয়েমেনের হুতি বিদ্রোহীদের লোহিত সাগরে হামলাও যুক্তরাষ্ট্রের জন্য নতুন উদ্বেগের কারণ। এদিকে ইরান-সমর্থিত গোষ্ঠীগুলোকে সতর্ক করার জন্য মার্কিন সামরিক উপস্থিতি বাড়ানো হলেও, সেই প্রচেষ্টাও ব্যর্থ হয়েছে।

এই সংকটগুলো সমাধানের ক্ষেত্রে বাইডেন প্রশাসনের প্রচেষ্টার ব্যর্থ, বিশেষ করে আসন্ন প্রেসিডেন্ট নির্বাচনের প্রেক্ষাপটে, যুক্তরাষ্ট্রের বৈদেশিক নীতির প্রতি আস্থা আরও ক্ষুণ্ন করেছে। বিশ্লেষকরা মনে করেন, মধ্যপ্রাচ্যের বর্তমান অস্থিরতা শুধু বাইডেন প্রশাসনের জন্য নয়, পরবর্তী মার্কিন সরকারের জন্যও এক বিশাল চ্যালেঞ্জ হয়ে দাঁড়াবে।

সিনেমার খবর

cinema TV

গোপনে বিয়ে করেছিলেন সালমান-ঐশ্বরিয়া?

স্টাফ রির্পোটার, নিউজ সারাদিন : গোপনে সালমান খানের সঙ্গে বিয়ে সেরেছিলেন ঐশ্বরিয়া রায়। এক সময়ে এই দুই তারকার সম্পর্ক ছিল বলিউডের আলোচনার কেন্দ্রে। ১৯৯৯ সালে 'হম দিল দে চুকে সনম' ছবির শুটিং থেকে প্রেম শুরু হয়েছিল সালমান ও ঐশ্বরিয়া। এর পরেই খবর রটে যায়, তারকা যুগল নাকি গোপনে 'বিয়ে' সেরেছেন। এমনকি, ঐশ্বরিয়া ধর্মান্তরের কথাও রটে যায় বি-টাউনে। গুঞ্জন ছড়ায় লোনাভালার এক বিলাসবহুল বাংলোতে বসে সালমান ও ঐশ্বরিয়া বিয়ের আসর। উপস্থিত ছিলেন ঘনিষ্ঠ পরিজন ও বন্ধুবান্ধব। তবে এই সম্পর্কে মোটেই সম্মতি ছিল না সাবেক বিশ্বসুন্দরীর বাবা-মায়ের। তাই তারা নাকি এই বিয়েতে অনুপস্থিত ছিলেন। বিয়েতেই শেষ নয়। সালমান ও ঐশ্বরিয়া নিউইয়র্কে মধুচন্দ্রিমা করতে গিয়েছিলেন বলেও খবর রটে গিয়েছিল। তবে এই ঘটনাগুলোর সত্যতা কখনওই প্রকাশ্যে আসেনি। গুঞ্জন হিসেবেই থেকে গিয়েছে সালমান ও ঐশ্বরিয়ার বিয়ের খবর।

এক সাক্ষাৎকারে এই বিষয়ে ঐশ্বরিয়াকে প্রশ্ন করা হলে, তিনি সবটাই মিথ্যে বলে দাবি করেছিলেন। তিনি বিয়ে করলে, গোটা ইন্ডাস্ট্রি জানতে পারবে। দাবি করেছিলেন অভিনেত্রী। ঐশ্বরিয়া বলেছিলেন, "বিয়েটা হলে গোটা ইন্ডাস্ট্রির কাছে কি খবর থাকত না? খুব ছোট আমাদের এই ইন্ডাস্ট্রি। আমি এমন মানুষই নই, যে বিয়ের মতো বড় ব্যাপারকে অস্বীকার করব। বিয়ে হলে, গোটা দুনিয়াকে গর্বের সঙ্গে আমার বরের সঙ্গে পরিচয় করাতাম। তা ছাড়া বিয়ে করার সময় কোথায়? এই গুজবগুলি সত্যিই হাস্যকর।"

২০০২ সালে সম্পর্কে ইতি টেনেছিলেন ঐশ্বরিয়া ও সালমান। তবে সেই বিচ্ছেদ নিয়েও চর্চা হয়েছিল বিস্তর। বিচ্ছেদের পরে দু'জনের মধ্যে প্রায় মুখ দেখাদেখি বন্ধ হয়। এর পরে আর কখনও একসঙ্গে কাজ করেননি ঐশ্বরিয়া ও সালমান।

বিরল অসুখে ভুগছেন আলিয়া ভাট!

স্টাফ রির্পোটার, নিউজ সারাদিন : বলিউড অভিনেত্রী আলিয়া ভাট। অভিনয় দক্ষতা দিয়ে ইন্ডাস্ট্রিতে ইতোমধ্যে বেশ শক্ত অবস্থান তৈরি করেছেন। জানা যায়, বিরল এক অসুখে ভুগছেন তিনি। সম্প্রতি বিষয়টি নিজেই জানিয়েছেন আলিয়া।

এনডিটিভির এক প্রতিবেদনে বলা হয়েছে, সম্প্রতি নিজের এক গুরুতর অসুখের কথা প্রকাশ করেছেন আলিয়া ভাট। 'অ্যাটেনশন ডেফিসিট ডিসঅর্ডার' নামের এ অসুখটিতে অভিনেত্রী নাকি ছোট থেকেই ভুগছেন। এই অসুখের উপসর্গ কেমন, এবং কীভাবে তাকে ভুগতে হয়, সে বিষয়ে এক সাক্ষাৎকারে জানিয়েছেন আলিয়া।

তিনি বললেন, 'এমন কিছু কাজ আছে যা আপনার মনে হবে আপনি সেটা দ্রুত শেষ করতে পারবেন। আমার এডিডি আছে। তাই কোনো কাজে খুব বেশি সময় দিয়ে উঠতে পারি না। ফলে এমন কাজ করতে হয়, যা দ্রুত করা যায়।'

এই অসুখের কারণে বিয়ের দিনও আলিয়া তার মেকআপ আর্টিস্টকে কড়া ভাষায় কথা বলেছিলেন বলেও জানান। তার বিয়ের দিনের কথা স্মরণ করে ভক্তদের সঙ্গে একটি বিষয় শেয়ার করেন আলিয়া। তিনি বলেন, 'আমার বিয়ের দিন, আমার মেকআপ আর্টিস্ট পুনীত (বি সাইনি) এর বলেছিলেন, আলিয়া, এবার তোমার আমাকে দুই ঘন্টা সময় দিতেই হবে। আমি ওকে বলি, আপনি তাহলে কাজটাই হারাবেন। কারণ, আমার বিয়ের দিন, আমি আপনাকে কখনও দুই ঘন্টা দেব না কারণ আমি আমার বিয়েটা উপভোগ করতে চাই।'

ঐশ্বরিয়ার কারণেই সালমানের সঙ্গে সম্পর্ক ভাঙে : সোমি আলী

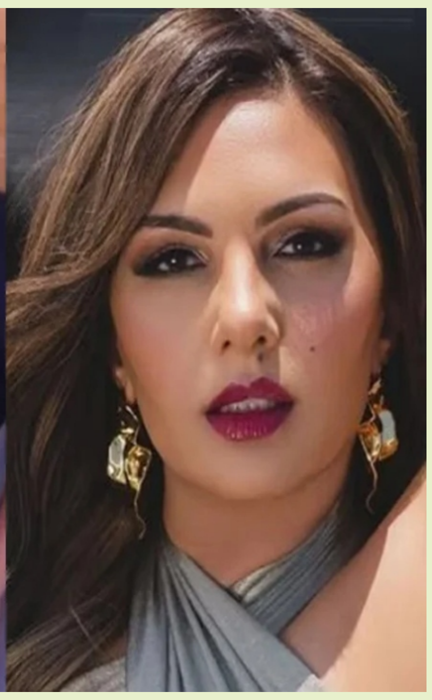

স্টাফ রির্পোটার, নিউজ সারাদিন : দুই যুগ পরও আলোচনার কেন্দ্রবিন্দুতে সালমান খান ও ঐশ্বরিয়া রাইয়ের অসমাপ্ত প্রেম। সঞ্জয় লীলা বানসালির 'হাম দিল দে চুকে সনম' ছবির সেট থেকে নায়ক-নায়িকার প্রেমপর্বের শুরু। তবে সেই সময় ভাইজান অন্য একজনের সঙ্গে সম্পর্কে ছিলেন, যার নাম সোমি আলী।

সম্প্রতি এক সাক্ষাতকারে সেই পুরনো দিনের ঘটনা

প্রকাশ্যে আনেন সোমি। তিনি জানান, অনেক দিন আগে থেকেই তিনি আঁচ করছিলেন কিছু একটা ঘটছে। সালমনের বাড়ির জিমে হঠাৎই আসতে শুরু করেন নায়িকা। তখনই বুঝতে পেরেছিলেন তার আর সালমনের সম্পর্কের মাঝে তৃতীয় ব্যক্তি আসতে চলেছেন।

সঞ্জয়ের ছবির শুটিংয়ের সময় থেকেই দূরত্ব বাড়তে থাকে সালমান এবং সোমির মধ্যে। তিনি বলেন, 'শুটিংয়ের সময় আমি একবার সালমানকে ফোন করেছিলাম। কিন্তু ও ফোন ধরেনি। তখন আমি সঞ্জয়কে ফোন করি। উনি বলেছিলেন সালমান নাকি তখন শুটিং করছেন। এটা কী করে সম্ভব? পরিচালক ফোন তুলে কথা বলতে পারছেন। এদিকে ও পারছে না।'

সে সময় সোমির সঙ্গে লিভ-ইন সম্পর্কে ছিলেন ভাইজান। তারপরেও ঐশ্বরিয়ার যাতায়াত বাড়ে তার বাড়িতে। তাদের দুজনের মধ্যে যে সম্পর্ক তৈরি হয়েছে বাড়ির গৃহকর্মীদের থেকে খবর পেতেন। সোমি বলেন, 'বুঝতে পেরেছিলাম এবার আমার সরে যাওয়ার সময় এসেছে।' যদিও সালমান-ঐশ্বরিয়ার সম্পর্কও ভেঙে যায় ২০০২ সালে।

কটাক্ষের শিকার অনির্বাণ

স্টাফ রির্পোটার, নিউজ সারাদিন : আরজি কর হাসপাতালের তরুণী চিকিৎসক ধর্ষণ ও হত্যার ঘটনায় উত্তাল পশ্চিমবঙ্গ। এই চরম অন্যায়ের প্রতিবাদে রাস্তায় নেমেছে সকল শ্রেণীর মানুষ। দলে দলে যোগ দিয়েছেন টালিউড তারকারা। দিন-রাত রাস্তায় মিছিল সমাবেশ করে যাচ্ছেন তারা। সেই তালিকায় নেই শুধু অভিনেতা অনির্বাণ ভট্টাচার্যের নাম।

এজন্য কথাও শুনতে হচ্ছে অনির্বাণকে। মাঝে মাঝেই তাকে খোঁচাচেছন নেটাগরিকরা। এবার ফের কটাক্ষের শিকার হলেন অভিনেতা। সম্প্রতি এক বিজ্ঞাপনে তাকে দেখে সামাজিক যোগাযোগমাধ্যম ট্রলে গরম করেছেন নেটিজেনরা।

একটি ফ্যাশন ব্র্যান্ডের মুখ হয়েছেন অনির্বাণ। বিজ্ঞাপনটি সোশ্যাল মিডিয়ায় প্রকাশ পেতেই নিজের দায়িত্ব পালন শুরু করেছেন নেটাগরিকেরা। বিজ্ঞাপনটির মন্তব্যের ঘর ভরে গেছে কটাক্ষে।

কেউ লিখেছেন, 'বেঁচে আছেন আপনি!' আবার কেউ লিখেছেন, 'এই ইস্যুটায় অনেক মানুষকে চিনিয়ে দিল, তার মধ্যে আপনিও একজন।' অনেকে আবার লিখেছেন, 'খোকা তুমি ছিলে কোথায়?'

যদিও অনির্বাণের স্ত্রী নাট্যকর্মী মধুরিমা গোস্বামী গলা ফাটিয়েছেন ধর্ষক ও হত্যাকারীর বিচারের দাবিতে। যোগ দিয়েছিলেন মহামিছিলে। সেসময় স্বামীর নিষ্ক্রিয়তা নিয়েও কথা বলেছিলেন। তাতেও হয়নি শেষ রক্ষা। আরজি-কর কাণ্ডে চুপ থাকার খেসারত দিয়ে যেতে হচ্ছে অনির্বাণকে।

চমক নিয়ে ওটিটিতে আসছেন করণ জোহর!

স্টাফ রির্পোটার, নিউজ সারাদিন : বলিউডের খ্যাতিমান চলচিচত্র পরিচালক করণ জোহর এবার ওটিটির দুনিয়ায় পা রাখতে চলেছেন। দীর্ঘ দু'দশকেরও বেশি সময় ধরে চলচ্চিত্র নির্মাণের সঙ্গে জড়িয়ে রয়েছেন এই পরিচালক। সময়ের দাবি মেনে এবার ওটিটি প্ল্যাটফর্মে পা রাখতে চলেছেন তিনি। জানা গেছে, সব ঠিক থাকলে ২০২৫ সালের প্রথম দিকেই শুরু হয়ে যাবে নতুন কাজ।

'কুছ কুছ হোতা হ্যায়', 'কাভি খুশি কাভি গাম', 'কাভি আলবিদা না কেহনা' বা 'অ্যায় দিল হ্যায় মুশকিল' এর মত বলিউডের রোমান্টিক ছবি তৈরি হয়েছে তারই হাতে। এবার ওটিটিতে কাজ করবেন করণ।

ভারতীয় গণমাধ্যমের খবর, নেটফ্লিক্সের জন্য একটি ওয়েব সিরিজ তৈরি করতে চলেছেন করণ জোহর। যদিও এখনও ওই সিরিজের নাম ঠিক হয়নি। তবে, পরিচালকের অন্যতম পছন্দের কাজ হতে চলেছে এটি। শুধু তাই নয়, বহু তারকা থাকছেন এই সিরিজে। একাধিক নামী অভিনেত্রীদেরও থাকার কথা রয়েছে সিরিজটিতে।

ওয়েব সিরিজটির চিত্রনাট্যও ইতোমধ্যে ঠিক হয়েছে বলে খবর। নতুন প্ল্যাটফর্মে কাজ করার জন্য মুখিয়ে রয়েছেন করণ।

সূত্রের খবর, চরিত্র অনুযায়ী অভিনেতা বাছাইয়ের কাজ শুরু হচ্ছে শীঘ্রই। ২০২৫ সালে শুরু হবে ওয়েব সিরিজটির শ্যুটিং। সে বছরের পুরো সময়টিই নাকি চলবে কাজ। সিরিজটি দেখানো শুরু হবে ২০২৬ সাল থেকে। তবে শুধু এই ওয়েব সিরিজই নয়। এর কাজ শেষ হলেই করণ জোহর ফিরবেন বড় পর্দায়। তবে সেটি নাকি হবে একটি অ্যাকশন ছবি।

সুপারসাব ভিনিতে রিয়ালের রেকর্ড

স্টাফ রির্পোটার, নিউজ সারাদিন : লা লিগায় টানা চতুর্থ জয় তুলে নিলো বর্তমান চ্যাম্পিয়ন রিয়াল মাদ্রিদ। সান্তিয়াগো বার্নাব্যুতে শনিবার রাতে এস্পানিওলকে ৪-১ গোলে হারিয়েছে শিরোপাধারীরা। শুরু থেকে একের পর এক আক্রমণে প্রতিপক্ষকে চেপে ধরে রিয়াল মাদ্রিদ। কিন্তু প্রথমার্ধে ফিনিশিংয়ের সমস্যায় গোল বঞ্চিত থেকেছে রিয়াল। বিরতির পর নিজেদের ভুলে পিছিয়ে পড়েছিলো তারা। তবে সেই ধাক্কা সামলে শেষ পর্যন্ত বড় জয় পেল কার্লো আনচেলত্তির দল। জয়ের নায়ক ভিনিসিয়াস জুনিয়র। দ্বিতীয়ার্ধে বদলি নেমে নিজে একটি গোল করার পাশাপাশি সতীর্থকে দিয়েও গোল করিয়েছেন এই ব্রাজিলিয়ান তারকা।

একুশ শতকে রিয়ালের প্রথম গোলরক্ষক হিসেবে লা লিগার ম্যাচে আত্মঘাতী গোল করলেন থিবো কোর্তোয়া। তার আত্মঘাতী গোলে পিছিয়ে পড়ার পর সমতা ফেরান দানি কারভাহাল। এরপর রদ্রিগোর গোলে এগিয়ে যাওয়ার পর ব্যবধান বাড়ান ভিনিসিয়াস। পেনাল্টি থেকে শেষ গোলটি করেন আরেক তারকা কিলিয়ান এমবাপ্পে। ২০২২ সালের মার্চ-এপ্রিলে করিম বেনজেমার পর রিয়ালের প্রথম খেলোয়াড় হিসেবে লা লিগায় টানা তিন ম্যাচে পেনাল্টি থেকে গোল করলেন এমবাপ্পে।

দুই মৌসুম মিলিয়ে লা লিগায় এই নিয়ে টানা ৩৮ ম্যাচ অপরাজিত থেকে রিয়াল মাদ্রিদ স্পর্শ করল রিয়াল সোসিয়েদাদের রেকর্ড। ১৯৭৯ থেকে ১৯৮০ সালের মধ্যে লিগে ৩৮ ম্যাচ অপরাজিত ছিল সোসিয়েদাদ। স্পেনের শীর্ষ লিগে টানা সবচেয়ে বেশি ম্যাচ অপরাজিত থাকার রেকর্ডে এই দুই দলের ওপরে আছে কেবল বার্সেলোনা। ২০১৭ থেকে ২০১৮ সালের মধ্যে ৪৩ ম্যাচ অপরাজিত ছিল কাতালান দলটি। ৬ ম্যাচে চার জয় ও দুই ড্রয়ে ১৪ পয়েন্ট নিয়ে দুইয়ে আছে রিয়াল। ১৫ পয়েন্ট নিয়ে শীর্ষে আছে বার্সেলোনা। যদিও একটি ম্যাচ কম খেলেছে তারা। রিয়ালের সমান ম্যাচে ৭ পয়েন্ট নিয়ে ১৩ নম্বরে আছে এস্পানিওল।

একই রাতে ইংলিশ প্রিমিয়ার লিগে লুইস দিয়াস-ডারউইন নুনেসের নৈপুণ্যে দাপুটে জয় পেয়েছে লিভারপুল। অ্যানফিল্ডে শনিবার লিগ ম্যাচটি ৩-০ গোলে জিতেছে অলরেডরা। নিজেদের আঙ্গিনায় শুরু থেকে আক্রমণের ঝড় বইয়ে দিয়েছে লিভারপুল। দুই মিনিটে দুই গোল উপহার দিয়েছেন লুইস দিয়াস। চমৎকার একটি গোল করেছেন দারউইন নুনেসও। বোর্নমাউথকে উড়িয়ে প্রিমিয়ার লিগে জয়ের পথে ফিরল আর্না সম্লটের দল। সবগুলো গোলই হয়েছে প্রথমার্ধে। ২৬ থেকে ২৮ মিনিটের মধ্যে দুই গোল করে লিভারপুলকে চালকের আসনে বসিয়ে দেন দিয়াস। এবারের লিগে পাঁচ ম্যাচে তার গোল হলো ৫টি সঙ্গে অ্যাসিস্ট আছে একটি। ৩৭ মিনিটে দারুণ গোলে স্কোরলাইন ৩-০ করেন নুনেস। পারফরম্যান্স নিয়ে সমালোচনার মুখে থাকা উরুগুয়ের স্ট্রাইকার এই মৌসুমে লিভারপুলের হয়ে সব প্রতিযোগিতা মিলিয়ে পাঁচ ম্যাচে প্রথম গোলের দেখা পেলেন।

চলতি আসরে প্রথম তিন ম্যাচে জয়ের পর গত রাউন্ডে নটিংহ্যাম ফরেস্টের বিপক্ষে ১-০ গোলে হেরে বসে লিভারপুল। এরপর চ্যাম্পিয়ন্স লিগে প্রথম ম্যাচে এসি মিলানের মাঠ থেকে ৩-১ গোলের জয় নিয়ে ফেরে তারা। সেই ছন্দ তারা ধরে রাখল ঘরোয়া লিগে ফিরেও। লিভারপুলের শীর্ষে ফেরার রাতে বড় জয়ে টেবিলের পাঁচে উঠে এসেছে চেলসি। লন্ডন স্টেডিয়ামে ওয়েস্ট হ্যামের ঘরের মাঠে তাদেরকে ৩-০ গোলে হারিয়েছে অলব্লুজরা। প্রথমার্ধেই নিকোলাস জ্যাকসনের দুই গোলে এগিয়ে যায় চেলসি। এরপর দ্বিতীয়ার্ধের শুরুতেই গোল করে ব্যবধান বাড়ান কোল পালমার।

এদিকে, ক্রিস্টাল প্যালেসের কাছে পয়েন্ট হারিয়ে টেবিলে বড় অবনমন হয়েছে ম্যানচেস্টার ইউনাইটেডের। ক্রিস্টাল প্যালেসের মাঠে এবার গোল করতেই ভুলে গেল এরিক টেন হাগের দল। প্রতিপক্ষের মাঠে লিগের ম্যাচে বল দখল কিংবা আক্রমণ, সব হিসেবে আধিপত্য করেও জিততে পারেনি ইউনাইটেড। ম্যাচটি গোলশূন্য ড্র হয়েছে। লিগে টানা দুই হারের পর গত শনিবার সাউদাম্পটনকে ৩-০ ব্যবধানে হারায় ইউনাইটেড। এর তিন দিন পর লিগ কাপে তৃতীয় সারির দল বার্নসলির বিপক্ষে ৭-০ গোলে জিতেছিল টেন হাগের দল। বিশাল ওই জয়ের চার দিন পর পয়েন্ট হারানোর হতাশায় ফিরল তারা। পাঁচ ম্যাচে চার জয়ে ১২ পয়েন্ট নিয়ে লিগ টেবিলের শীর্ষে উঠেছে লিভারপুল। সমান পয়েন্ট নিয়ে গোল পার্থক্যে দুইয়ে নেমে গেছে এক ম্যাচ কম খেলা ম্যানচেস্টার সিটি। উলভারহ্যাম্পটনকে ৩-১ গোলে হারিয়ে পাঁচ ম্যাচে ১২ পয়েন্ট নিয়ে তিনে আছে অ্যাস্টন ভিলা। ওয়েস্ট হ্যাম ইউনাইটেডের বিপক্ষে ৩-০ গোলে জেতা চেলসির সংগ্রহ পাঁচ ম্যাচে ১০ পয়েন্ট। এছাড়া পাঁচ ম্যাচে ৫ পয়েন্ট নিয়ে ১৩ নম্বরে আছে বোর্নমাউথ। পাঁচ ম্যাচে দুই জয় ও এক ড্রয়ে ৭ পয়েন্ট নিয়ে ১১ নম্বরে ইউনাইটেড। সমান ম্যাচে তৃতীয় ড্রয়ে ৩ পয়েন্ট নিয়ে ১৬ নম্বরে ক্রিস্টাল প্যালেস।

লা লিগায় রিয়াল মাদ্রিদ আর ইংলিশ লিগে চেলসি-লিভারপুলের সাফল্যের মাঝে হতাশায় ডুবেছে লিওনেল মেসির ইন্টার মিয়ামি। বাংলাদেশ সময় গতকাল সকালে মেজর লিগ সকারে নিউ ইয়র্ক সিটির বিপক্ষে ১-১ গোলে ড্র করেছে ইন্টার মিয়ামি। ঘরের মাঠে ৪০ হাজার দর্শককে উল্লাস ভাসিয়ে একদম শেষ সময়ে লিওনেল মেসির ইন্টার মিয়ামির কাছ থেকে পয়েন্ট আদায় করে নেয় নিউ ইয়র্ক সিটি। ৯৫ মিনিটে কর্নার থেকে হেডে গোলটি করেন তরুণ মিডফিল্ডার জেমস স্যান্ডস। চোট থেকে ফেরার পর মেসির তৃতীয় ম্যাচ ছিল এটি। পঞ্চম মিনিটেই তার ফ্রি কিক গোলবারের সামান্য ওপর দিয়ে চলে যায়। পরে দারুণ একটি সুযোগ হাতছাড়া করেন লুইস সুয়ারেজও। ৭৫ মিনিটে লিওনার্দো কামপানার গোলে এগিয়ে ছিলো মিয়ামি। পয়েন্ট হারালেও অবশ্য মেজর সকার লিগে টানা সাত ম্যাচে অপরাজিত লিওনেল মেসির দল। ৩০ ম্যাচে ৬৪ পয়েন্ট নিয়ে আছে শীর্ষে ইন্টার মিয়ামি। ৫৬ পয়েন্ট নিয়ে দুইয়ে সিনসিনাটি।

ভারতের পিচে স্পিন সামলানোর কৌশল জানালেন গিল

স্টাফ রির্পোটার, নিউজ সারাদিন : চেন্নাইয়ে তৃতীয় দিনে টাইগার বোলারদের হতাশায় ডুবিয়ে দুর্দান্ত সেঞ্চুরি তুলে নিয়েছেন শুভমান গিল। স্পিনারদের বিপক্ষে গিল ছিলেন একটু বেশিই আগ্রাসী। তার ডাউন দ্যা উইকেটে এসে শট খেলার ব্যাপারটি নজর কেড়েছে। কৌশল বোঝা যায় ম্যাচের ৬৪তম ওভারে। এগিয়ে এসে মেহেদি হাসান মিরাজকে ছয় মারেন। তার আগের ওভারে সাকিব আল হাসানকেও একই কায়দায় চার মারেন।

শুভমান গিল জানিয়েছেন, স্পিনারদের বিরুদ্ধে পায়ের নড়াচড়া আগের চেয়েও ভাল হয়েছে তার। চেন্নাইয়ে দিনের খেলা শেষে স্পিনারদের সামলানোর এই বিশেষ কৌশল নিয়েই কথা বলেছেন গিল। জানালেন, ভারতে স্পিন সহায়ক পিচে ভালো করার টোটকা। টাইগার স্পিনারদের সামলানো নিয়ে সংবাদ সম্মেলনে গিল বলেন, 'আসলে এটি আমি অনেক ছোটবেলা থেকেই অনুশীলন করতাম। আমি সবসময় কিছুটা লম্বা ছিলাম। ফলে আমার জন্য পায়ের কাজ করাটা সহজ ব্যাপার ছিল। মাঠের চারদিকে শট খেলতে পারতাম। বাতাসে উড়িয়ে ছক্কা মারার ব্যাপারটা আমার মধ্যে একটু পরে এসেছে, যখন আমার শক্তি বাড়ল তখন।'

গিল নিজের কৌশল বললেন এরপরেই 'শুরুর দিকে আমার অনুশীলনে বিশেষ করে স্পিনারদের ক্ষেত্রে এগিয়ে এসে খেলতে চাইতাম। কারণ এভাবে খেললে এরকম উইকেটে বোলারদের মানিয়ে নেওয়াটা কঠিন হয়ে পড়ে।'

তবে দলের প্রয়োজনে স্পিন-পেস সব ক্ষেত্রেই প্রস্তুত গিল। স্পিনের বিপক্ষে বেশি সাবলীল কিনা এমন প্রশ্নে নেতিবাচক উত্তর দিয়ে গিল বললেন, সিরিজের আগে আমি অনুশীলন করেছি ভালোভাবে। আমার নিজস্ব প্ল্যান ছিল, আমি চেষ্টা করেছি সেগুলো কাজে লাগাতে। এখানে ভালো ডিফেন্স থাকার পাশাপাশি রান করার সুযোগ পেলেও তা হাতছাড়া করা যাবে না।'

গো-ব্যাক স্লোগান, বোরহাকে ছাড়ার 'আক্ষেপ'?

কুয়াদ্রাত যা বলছেন...

স্টাফ রির্পোটার, নিউজ সারাদিন : ঘরের মাঠে এফসি গোয়ার কাছে হারের পর গ্যালারিতে কার্লোসকে নিয়ে গো-ব্যাক স্লোগান উঠল। শুধু তাই নয়, টিম বাস স্টেডিয়াম থেকে বেরোনোর সময়ও একই চিত্র। আইএসএলে হারের হ্যাটট্রিকের পর তিক্ততা নিয়েই মাঠ ছাড়লেন কার্লেস কুয়াদ্রাত। ম্যাচের পর কী বললেন সাংবাদিকদের?

ম্যাজিশিয়ান থেকে খলনায়ক। গত মরসুমে কার্লেসকে মাথায় তুলে রেখেছিলেন সমর্থকরা। ভরসা জিতেছিলেন। সময় যত এগিয়েছে, দলের পারফরম্যান্সের মান খারাপ হয়েছে। কোচের পরিকল্পনা নিয়ে ক্ষোভ বাড়াটাই স্বাভাবিক। ঘরের মাঠে এফসি গোয়ার কাছে হারের পর গ্যালারিতে কার্লোসকে নিয়ে গো-ব্যাক স্লোগান উঠল। শুধু তাই নয়, টিম বাস স্টেডিয়াম থেকে বেরোনোর সময়ও একই চিত্র। আইএসএলে হারের হ্যাটট্রিকের পর তিক্ততা নিয়েই মাঠ ছাড়লেন কার্লেস কুয়াদ্রাত। ম্যাচের পর কী বললেন সাংবাদিকদের?

গো ব্যাক স্লোগান নিয়ে কুয়াদ্রাত বলছেন, 'মানুষ আশাবাদী। সমর্থকদের আবেগ রয়েছে। ফল ভালো হলে আশা করি সমস্ত কিছু পাল্টে যাবে। সমর্থকদের বলব, দলের পাশে থাকার জন্য। মনে রাখতে হবে, গত মরসুমেও একটা সময় আমরা খুবই খারাপ জায়গায় ছিলাম। তারপরও সুপার কাপ জিতেছিলাম। এ বছরও আশাকরি আমরা ভালো ফল করব। আইএসএলে এখনও অনেক ম্যাচ বাকি আছে। এএফসি চ্যালেঞ্জ লিগের মতো ম্যাচ রয়েছে। সমর্থকদের বলব, ধৈর্য রাখুন।'

হারের পর নানা ব্যাখ্যাই দিচ্ছেন কার্লেস। কী কী হলে ভালো হত এমন নানা উদাহরণই দিলেন। এই পরিস্থিতিতে সেগুলো যদিও অজুহাতের মতোই শোনাল। মহেশ, নন্দকুমার এবং অনেক প্লেয়ারই 'খারাপ' সময়ের মধ্য দিয়ে যাচ্ছেন বলে ব্যাখ্যা ইস্টবেঙ্গল কোচের। তাঁর চোখ আগামীতে। বলছেন, 'সামনে আমাদের গুরুত্বপূর্ণ ম্যাচ রয়েছে। এখনও পর্যন্ত দুটো অ্যাওয়ে ম্যাচে হেরেছিলাম। আজ অ্যাওয়ে ম্যাচেও হার। পরবর্তী ম্যাচ থেকে ঘুরে দাঁড়াব।'

বৃষ্টির বাগড়ায় আগেই থামল খেলা, বাংলাদেশ ১০৭/৩

স্টাফ রির্পোটার, নিউজ সারাদিন : দ্বিতীয় সেশনে ৩৫তম ওভারের ৩ উইকেটে ১০৭ রান করেছিল বাংলাদেশ। তারপরই দেখা দেয় আলোক স্বল্পতা। আলোর ঘাটতির মাঝেই বৃষ্টির হানা। সাময়িকভাবে খেলা বন্ধ ঘোষণা করা হয়। তবে বৃষ্টি না থামায় শেষ পর্যন্ত কানপুর টেস্টের প্রথম দিনের খেলারই ইতি টানতে বাধ্য হন আম্পায়াররা। ২৬ ওভারে ২ উইকেটে ৭৫ রান নিয়ে সকালের সেশনের খেলা শেষ করেছিল টাইগাররা। দ্বিতীয় সেশনে ৯ ওভারের খেলা হয়েছে। এই সেশনে নাজমুল হাসান (৩১) আউট করেন অশ্বিন। দেড় সেশনের বেশি সময়ের খেলা পণ্ড হলো বৃষ্টিতে।

চতুর্থ উইকেটে ৩৭ বলে ২৭ রানের অবিচ্ছিন্ন জুটি গড়েছেন মুমিনুল ও মুশফিক। ৪০ রানে অপরাজিত মুমিনুল। ৬ রানে অন্য প্রান্তে অপরাজিত মুশফিক।

ভারতের হয়ে সকালের সেশনে ২ উইকেট নেন পেসার আকাশ দীপ। ১টি উইকেট শিকার করেছেন রবীচন্দ্র অশ্বিন।

বাংলাদেশ প্রথম ইনিংস

৩৫ ওভারে ৩ উইকেটে ১০৭ (মুমিনুল ৪০*, শান্ত ৩১, সাদমান ২৪, মুশফিক ৬*, জাকির ০ ; আকাশ ২/৩৪, অশ্বিন ১/২২, সিরাজ ০/২৭, বুমরা ০/১৯)।

২৪ বলে ০, বিশ্বেই যেখানে বিরল জাকির!

স্টাফ রির্পোটার, নিউজ সারাদিন : জাকির হাসান। কানপুরে এক নতুন ঘটনারই জন্ম দিলেন। আকাশ দীপের বলে আউট হয়ে সাজঘরে ফেরা জাকির ঘটালেন এক নতুন কাণ্ড। ওপেনিং করতে নেমে ২৪ বল মোকাবেলা করেছেন তিনি। কিন্তু রানের খাতা ছিল শূন্য। আর বাংলাদেশের হয়ে ওপেনিংয়ে এই ঘটনা প্রথম। এমনকি বিশ্বেও বিরল। এক থেকে তিনের মধ্যে ব্যাট করতে নামা কোনো ব্যাটারেরই এতো বেশি বল খেলে শূন্য রানে আউট হওয়ার নজির নেই।

শুরুর টানা ১৮ বল যশপ্রীত বুমরার মুখোমুখি হন জাকির। ষষ্ঠ ওভারে মোহাম্মদ সিরাজের দুই বলই মোকাবেলা করেন। রবিচন্দ্রন অশ্বিনের খেলেন একটি বল। সে বল থেকে লেগ বাইয়ের বদৌলতে এক রান আসে। তবে জাকিরের ব্যক্তিগত রানের খাতা থাকে শূন্য। বাংলাদেশের হয়ে টেস্টে সবচেয়ে বেশি বল খেলে শূন্য রানে আউট হওয়ার 'রেকর্ড'টি অবশ্য জাকিরের নয়। সেটি বোলার মঞ্জুরুল ইসলামের। ২০০২ সালে কলম্বোয় শ্রীলঙ্কার বিপক্ষে ৪১ বল খেলে শূন্য রানে আউট হয়েছিলেন ১০ নম্বরে নামা মঞ্জুরুল। ব্যাটারদের মধ্যে শূন্য রানে আউট হওয়ার আগে সবচেয়ে বেশি বল খেলা ক্রিকেটার রাজিন সালেহ। চারে নেমে তিনি আউট হন ২৯ বলে ০ রানে।

রোমাঞ্চকর মিলান ডার্বিতে ইন্টারের হার

স্টাফ রির্পোটার, নিউজ সারাদিন : শিরোপা ধরে রাখার অভিযানে মৌসুমের শুরুতে খুব একটা ছন্দে নেই ইন্টার মিলান। রোমাঞ্চ ছড়ানো ম্যাচে এবার নগর প্রতিদ্বন্দ্বী এসি মিলানের কাছে হেরে গেছে সিমানো ইনজাগির দলটি।

মিলানের সান সিরোয় রোববার ইতালিয়ান সেরি আ'র ম্যাচটি ২-১ গোলে জেতে এসি মিলান। ক্রিশ্চিয়ান পুলেসিস দলকে এগিয়ে নেওয়ার পর সমতা টানেন ফেদেরিকো দিমার্কো। শেষ সময়ে জয়সূচক গোল করে দলকে উল্লাসে ভাসান মাতেও গাবিয়া।

প্রায় দুই বছর পর ইন্টারের বিপক্ষে জয়ের স্বাদ পেল এসি মিলান।

ম্যাচে বল দখলে আধিপত্য করে ইন্টার, কিন্তু আক্রমণে এসি মিলান। ৫৭ শতাংশ বলের দখল রেখে নেওয়া ১৩টি শটের কেবল ৪টি লক্ষ্যে রাখতে পারে ইন্টার।

বিপরীতে ১৬ শটের ৮টিই লক্ষ্যে রাখে এসি মিলান। ইন্টার গোলরক্ষকের দুর্দান্ত কিছু শট ও কয়েকটি সহজ সুযোগ হাতছাড়া না হলে তাদের জয়ের ব্যবধান হতে পারত আরও বড়।

ম্যাচের দশম মিনিটে দারুণ ফিনিশিংয়ে দলকে এগিয়ে নেন পুলেসিস। ২৭তম মিনিটে লাওতারো মার্তিনেসেরে দারুণ পাসে সমতা টানেন ফেদেরিকো। দ্বিতীয়ার্ধে একের পর এক পাল্টা আক্রমণে ইন্টারকে তটস্থ করে রাখে এসি মিলান। শেষ পর্যন্ত ম্যাচের ৮৯তম মিনিটে পেয়ে যায় জালের দেখা। ফ্রি কিক থেকে হেডে গোলটি করেন গাবিয়া। উল্লাসে ফেটে পড়ে এসি মিলান শিবির।

এই জয়ের পরও পয়েন্ট তালিকায় সাতে এসি মিলান। ৫ ম্যাচে দুটি করে জয় ও ড্রয়ে ৮ পয়েন্ট তাদের।

লিগ মৌসুমে ৫ ম্যাচের তিনটিতেই জয়হীন ইন্টার। প্রথম হারের স্বাদ পাওয়া দলটির পয়েন্টও ৮, তবে গোল ব্যবধানে এগিয়ে তারা ছয়ে। সমান ম্যাচে ১১ পয়েন্ট নিয়ে শীর্ষে তরিনো।

স্বত্বাধিকারী, প্রকাশক, মুদ্রক : মৃত্যুঞ্জয় সরদার কর্তৃক প্রকাশিত এবং ১৬বি, নবীন কুন্ডু লেন, কলেজ রো, কলেজ স্ট্রীট, কলকাতা-৭০০০০৯ থেকে ডিজিটাল মুদ্রিত ▌ সম্পাদক : মৃত্যুঞ্জয় সরদার, ফোন : ৯৫৬৮৩৮২০৩১
Printed, Published, Owned by MRITYUNJOY SARDAR and Published at 16 B, Nabin Kundu Lane, College Row, College Street, Kolkata -700009 ▌ Phone : 9564382031 Email : durodristhi@gmail.com Editor : MRITYUNJOY SARDAR